শান্তিশতকম ।

কবিবর শিহ্লন বিরচিতম্ ।

শ্রীসারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ

কৃত ।

বঙ্গানুবাদ সমেতম্ ।

কলিকাতা

৩৪।১ কলুটোলাষ্ট্রীট বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন প্রেসে

শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৪ সাল।

বিজ্ঞাপন।

শান্তিশতক শান্তিরসাশ্রিত শতশ্লোকাত্মক কাব্য। ইহার আদ্যন্ত একমাত্র শান্তিরসে পরিপূর্ণ হইলেও ইহার শ্লোকগুলি পরস্পরের আকাঙ্ক্ষায় উত্থিত হয় নাই। এইরূপ পরস্পর-নিরপেক্ষ শ্লোকসমূহাত্মক কাব্যকে অলঙ্কারশাস্ত্রে কোষকাব্য বলিয়া থাকে। তদনুসারে শান্তিশতক একখানি উৎকৃষ্ট কোষকাব্য। শিহ্লণমিশ্র নামে কবি এই কাব্যের প্রণেতা। এই কবি বিবেকী বলিয়া প্রথমেই আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই পরিচয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কেন না, হৃদয়ক্ষেত্রে রসার্দ্র না হইলে যদি তাহাতে কবিতালতার উৎপত্তি সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে, শান্তিশতকের ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন বৈরাগ্যময়ী কবিতামালার উৎপত্তি-ক্ষেত্র যে বিশুদ্ধ বিবেকবুদ্ধির পবিত্রধারায় সম্পূর্ণ অভিষিক্ত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ কি? চিরাগত জনশ্রুতি ও গ্রন্থকারের বিবেকিত্বপক্ষ সমর্থন করে। গ্রন্থের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে বলিয়া আমরা উহার উল্লেখ করা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি। সে জনশ্রুতি এইরূপ;—

এই শিহ্লণ বাল্যকালে উত্তমরূপে বিদ্যাভ্যাস করিলেও যৌবনকালে উহা তাঁহার চরিত্র-দোষ নিবারণে সক্ষম হয় নাই। প্রত্যুত যৌবনে উদ্দাম কামরিপু সংযমিত রাখিতে না পারিলে মনুষ্যের যতদূর অধঃপতন সম্ভবপর, তাঁহার ততদূর ঘটনাই ঘটিয়াছিল। তিনি ঐ রিপুর মোহে পড়িয়া একটী বেশ্যার নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন। প্রথমে লোক-লজ্জায় ও সমাজশঙ্কায় সঙ্গোপনেই পাপ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত, পরে আর সঙ্গোপনও রহিল না। ক্রমে ঐ বেশ্যার বাটী তাঁহার আপন বাটী হইল এবং শাস্ত্রসেবাদি লোপ পাইয়া বেশ্যাসেবাই সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিল। একদিন অনিবার্য্য কোন কার্য্যোপলক্ষে নদীর পরপারবর্ত্তী আপন বাটীতে আসিয়াছিলেন, কার্য্যসমাধা করিতে অনেক রাত্রি হইয়াছিল। তথাপি সেই রাত্রিতে নদী পার হইয়া বেশ্যার বাটীতে যাওয়া চাই। তজ্জন্য নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সে অসময়ে তথায় একখানিও নৌকা দেখিতে পাইলেন না। নদীও পরিপূর্ণ, বিনা অবলম্বনে সন্তরণে তাহা পার হওয়া দুষ্কর। সহসা কি একটা বস্তু ভাসিয়া যাইতেছে দেখিতে পাইলেন। বস্তুটী কি তাহা বিচারের আর অবসর হইল না। তৎক্ষণাৎ ঝম্প দিয়া স্রোতে প্রধাবিত ঐ বস্তুটী ধরিয়া ফেলিলেন ও উহার আশ্রয়ে বহুকষ্টে পর পারে উত্তীর্ণ হইলেন। তৎপরে বেশ্যার বাটীর নিকটে পহুঁছিতে আর অধিক বিলম্ব হইল না। কিন্তু ঐ বাটীর দ্বার রুদ্ধ থাকায় ও পরিজনাদি গাঢ় নিদ্রিত থাকায়, বাটীর দ্বার উদ্ঘাটন করা দুর্ঘট হইল। বহু চিন্তার পর প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া বাটী প্রবেশ করা মনঃস্থ করিলেন। ভাগ্যক্রমে তাহার এক সুযোগও উপস্থিত হইল। প্রাচীরের গায়ে লতা বা রজ্জুর ন্যায় কি একটা পদার্থ লম্বমান দেখিয়া তাহা অবলম্বনে প্রাচীরে উঠিয়া লম্ফত্যাগ পূর্ব্বক বাটীর মধ্যে পতিত হইলেন। বেশ্যা জাগরিত হইয়া সেই রাত্রিতে বর্ণিত উপায়ে নদী উত্তরণ পূর্ব্বক বাটী প্রবেশের কথা শুনিয়া একেবারে চমৎকৃত হইয়া গেল। তিনি কাষ্ঠ অবলম্বনে নদী উত্তরণ ও লতা বা রজ্জু অবলম্বনে প্রাচীর উল্লঙ্ঘনের কথা বলিলেও সে তাহা বিশ্বাস করিল না। অধিকন্তু তাঁহার গাত্রে পূতিগন্ধ নির্গত হওয়ায় তাহার আরও সন্দেহ উপস্থিত হইল। কিঞ্চিৎ বিলম্বেই প্রভাতে ঐ ব্যাপারের সত্যাসত্যতা

পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত উভয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে লতা বা রজ্জু একটী সর্প এবং কাষ্ঠখণ্ড একটা মৃতদেহ। দেখিয়া বেশ্যা তাঁহাকে যথেষ্ট উৎসনা করিয়া কহিলেন, "তুমি একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া আমাকেই সর্ব্বস্ব করিয়াছ, কিন্তু ইহাতেও তোমার নরক ভিন্ন আর কোন লাভ নাই, অথচ ইহার শতাংশের একাংশেও যদি ভগবানের প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিতে, তোমার কতদূর পরকালের কায হইত"। এই কথা শুনিয়া শিহ্লণের চৈতন্যের উদয় হইল। আত্ম-দুষ্কৃতরাশিকে তখন দুষ্কৃত রাশি বলিয়া মনে হইল। তখন তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সভয়ে সেই সাক্ষাৎ নরককুণ্ডের ন্যায় বেশ্যাগৃহ হইতে পলায়ন করিলেন। আর সংসার ভাল লাগিল না। অনুতাপের সহিত বিবেক-বুদ্ধির উদয় হইতে লাগিল, ক্রমে বিষয়-নিস্পৃহতা, সৎসঙ্গ, তীর্থসেবা, ধ্যান, ধারণা দ্বারা অভীষ্টপথে অগ্রসর হইলেন।

সেই সময়ের সেই বিবেকীর সেই মধুর হৃদয়ের ফল এই শান্তিশতক।

শান্তিশতকের শ্লোক সংখ্যার বড় গোলযোগ ঘটিয়াছে। গ্রন্থের নামানুসারে ইহাতে শতসংখ্যক শ্লোক থাকাই উচিত। অথচ প্রায় সকল পুস্তকেই ৮।১০টী শ্লোক অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। শান্তিশতকের প্রগাঢ় রচনাপ্রণালীর সহিত ঐ সকল শ্লোকের রচনাপ্রণালীরও ভেদ অনেক স্থলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু প্রায় সকল আদর্শ পুস্তকগুলিতে ঐ সকল শ্লোক থাকায় আমরা ঐ গুলি পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। অগত্যা সহৃদয় পাঠকবর্গের উপরিই উহার বিচারের ভার রহিল। তদ্ভিন্ন ইহার কতকগুলি শ্লোকের কোনটী নাগানন্দ, কোনটী বৈরাগ্য-শতকে ইত্যাদি নানা গ্রন্থে পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত কারণে তাহাও যথাবস্থ রাখিয়া দিলাম।

শান্তিশতকের রচনাপ্রণালী সুন্দর এবং ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় আরও সুন্দর। উভয়ের মিলনে শান্তিশতক অতি অপূর্ব্ব বস্তু হইয়াছে। বিবেকবাণী কবিত্বে মিশ্রিত হইয়া রমণীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এই রমণীয় বস্তু পণ্ডিত, অপণ্ডিত সকলেরই সমান প্রয়োজনীয়, বিশেষতঃ সংসার তাপে সতত-সন্তপ্ত ব্যক্তির পক্ষে ইহা মহৌষধস্বরূপ, সুতরাং ইহার ভূরি-প্রচার নিতান্ত প্রার্থনীয় বলিয়া আমরা ইহার বঙ্গানুবাদে হস্তক্ষেপ করিলাম।

শ্রীশারদাপ্রসাদ শর্ম্মণঃ।

কলিকাতা—সংস্কৃত কলেজ।

শান্তিশতকম্।

নমস্যামো দেবান্ননু হতবিধে স্তেঽপি বশগাঃ।
বিধির্ব্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়তকর্ম্মৈকফলদঃ।
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা
নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি ॥ ১

সন্তোষসন্ততিকরং বিদুষাং কবীনাং
সাংসারিকা-প্রতিম-দুঃখবিনাশ-বীজম্।
যত্নেন শান্তিশতকং বিদধে বিবেকী
শ্রীশিহ্লনঃ প্রকৃতিসুন্দরশুদ্ধবুদ্ধিঃ ॥ ২

আত্ম-জ্ঞান-বিবেক-নির্ম্মলধিয়ঃ কুর্ব্বন্ত্যহো দুষ্করং
যন্মুঞ্চন্ত্যুপভোগভাঞ্জ্যপি ধনান্যেকান্ততো নিস্পৃহাঃ।
ন প্রাপ্তানি পুরা ন সম্প্রতি নচ প্রাপ্তৌ দৃঢ়প্রত্যয়াঃ
বাঞ্ছামাত্রপরিগ্রহাণ্যপি বয়ং ত্যক্তুং ন তানি ক্ষমাঃ ॥ ৩

গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ প্রয়োজনীয়, অতএব দেবতাদিগকে নমস্কার করা যাউক। কিন্তু তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়াই বা কি হইবে? তাঁহারাও তো দগ্ধবিধির বশবর্ত্তী! তবে বিধিকেই বন্দনা করিব কি? তাহাতেই বা কি হইবে? তিনিও তো প্রতিনিয়ত কর্ম্মানুসারে তাহার ফলমাত্র প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐ ফল আবার কর্ম্মের আয়ত্ত; কর্ম্ম ভিন্ন কোন ফল কাহার সম্বন্ধে আপনা হইতে আপনি উপস্থিত হইতে পারে না। অতএব দেবগণের নমস্কারেই বা কি প্রয়োজন, বিধির বন্দনাতেই বা কি ফল? আমি সেই কর্ম্মপুঞ্জকেই নমস্কার করি, যাহার উপর বিধাতারও কোনরূপ প্রভুত্ব নাই ॥ ১ ॥

স্বভাবসুন্দর শুদ্ধবুদ্ধিসম্পন্ন ও বিবেকী আমি শ্রীশিহ্লণ কবি জ্ঞানানুরাগী কবিগণের সন্তোষসম্বৰ্দ্ধক এবং অজ্ঞানমুগ্ধ সংসারিগণের অপ্রতিম সংসার দুঃখবিনাশক এই শান্তিশতক গ্রন্থ যত্নপূর্ব্বক প্রণয়ন করিতেছি ॥ ২ ॥

আত্মজ্ঞান ও বিবেকপ্রভাবে নির্ম্মলমতি মহাত্মারা কি দুষ্কর কর্ম্মই করিয়া থাকেন! দেখ, যে ধনরাশি তাঁহাদিগের উপভোগের বিষয়ীভূতরূপে বর্ত্তমান ছিল, নিতান্ত নিস্পৃহচিত্তে তাহাও তাঁহারা পরিত্যাগ করিয়া পরিতুষ্ট থাকেন। আর আমরা, যাহা পূর্ব্বেও পাই নাই, এখনও পাইতেছি না, পরেও যে নিশ্চয় পাইব এরূপ দৃঢ় প্রত্যয় নাই, অথচ কেবল আমাদিগের বাঞ্ছামাত্র যাহাকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাদৃশ ধনাদিও পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হই না ॥ ৩ ॥

মগ্নানাং গিরিকন্দরোদরভুবি জ্যোতিঃ পরং ধ্যায়তা
মানন্দাশ্রুজলং পিবন্তি শকুনা নিঃশঙ্কমঙ্কে স্থিতাঃ।
অস্মাকন্তু মনোরথোপরিচিত-প্রসাদ-বাপীতট-
ক্রীড়াকানন-কেলিমণ্ডপজুষামায়ুঃ পরং ক্ষীয়তে ॥ ৪

বিশীর্ণঃ প্রারম্ভো বপুরপি জরাব্যাধিবিধুরং,
গতং দূরে বিপ্রস্বজনভরণং বাঞ্ছিতমপি।
ইদানীং ব্যামোহাদহহ বিপরীতে হতবিধৌ,
বিধেয়ং যত্তত্ত্বং স্ফুরতি মম নাদ্যাপি হৃদয়ে ॥ ৫

বীভৎসাঃ প্রতিভান্তি কিন্ন বিষয়াঃ কিন্তু স্পৃহায়ুষ্মতী,
দেহস্যাপচয়ো মতো নিবিশতে গাঢ়ো গৃহেষু গ্রহঃ।
ব্রহ্মোপাস্যমিতি স্ফুরত্যপি হৃদি ব্যাবর্ত্তিকা বাসনা,
কা নামেয়মতর্ক্যহেতুগহনা দৈবী সতাং যাতনা ॥ ৬

অজানন্ দাহার্ত্তিং বিশতি শলভো দীপদহনং,
ন মীনোঽপি জ্ঞাত্বা বৃতবড়িশমশ্নাতি পিশিতম্,
বিজানন্তোঽপ্যেতান্ বয়মিহ বিপজ্জালজটিলান্
ন মুঞ্চামঃ কামানহহ গহনো মোহমহিমা ॥ ৭

আহা, যোগিগণ এ জগতে কি সার্থক জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন! তাঁহারা গিরিকন্দরের অভ্যন্তরে পরম জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুর ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন, নয়ন হইতে অবিরলধারায় আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতেছে, আর পক্ষিকুল নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহাদের ক্রোড়দেশে অবস্থিত হইয়া সেই বাষ্পবারি পান করিতেছে! আর আমরা কি অধন্য! আমরা মনে মনে কেবল রাজঅট্টালিকার কল্পনা করিতেছি। ঐ অট্টালিকার সমীপে সরোবর, সরোবরের তটে ক্রীড়াকানন ও ক্রীড়াকাননের অভ্যন্তরে কেলিমণ্ডপ রচনা করিতেছি। এবং মনে মনে ঐ সকল কল্পিত স্থানে বিহার করিতে করিতেই আমাদের পরমায়ুঃ ক্ষয় হইয়া যাইতেছে! ৪ ॥

কর্ম্মের উদ্যম শিথিল হইয়া গিয়াছে, শরীরও জরা ও ব্যাধিতে ক্রমশঃ বিকল হইতেছে, ব্রাহ্মণস্বজনের ভরণপোষণ, যাহা কতই বাঞ্ছিত ছিল, তাহাও দূরগত হইয়াছে। হায়, দগ্ধবিধির বিড়ম্বনায় আমার মোহের এমনই আতিশয্য যে, এ অবস্থাতেও যে আত্মজ্ঞান নিতান্ত প্রয়োজনীয়, অদ্যাপি তাহা আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হইতেছে না ॥ ৫ ॥

রূপরসাদি বিষয় কি গর্হণীয় বলিয়া বিবেচনা হয় না? হইলে কি হইবে, আমাদের বিষয়বাসনা বড়ই বলবতী। দেহ বিনষ্ট হইবে বলিয়া কি হৃদয়ে ধারণা হয় না? অবশ্যই হয়, কিন্তু গৃহব্যাপারেও যত্ন গাঢ়তর রহিয়াছে। ব্রহ্মবস্তু উপাস্য বলিয়া কি হৃদয়ে স্ফুরিত হয় না? কিন্তু উহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মোপাসনার প্রতিবন্ধিকা সংসারবাসনাও হৃদয়ে বিলক্ষণ স্ফুরিত হয়। হায়, সাধুদিগের এ কি দৈবকৃত যাতনা যে, অনুসন্ধান করিয়া উহার কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না ॥ ৬ ॥

দাহের যন্ত্রণা জানে না বলিয়াই শলভ (ফড়িঙ্গ) দীপশিখায় পতিত হয়, মৎস্যও মাংসাচ্ছাদিত বড়িশ বুঝিতে না পারিয়া তাহা গ্রাস করিয়া ফেলে। কিন্তু আমরা বিষয়গুলিকে বিপজ্জালে জটিল জানিয়াও তাহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। হায়, মোহের মহিমা কি দুর্ব্বোধ! ৭ ॥

ক্ষান্তং ন ক্ষময়া গৃহোচিতসুখং ত্যক্তং ন সন্তোষতঃ,
সোঢ়া দুঃসহশীতবাততপনক্লেশা ন তপ্তং তপঃ।
ধ্যাতংবিত্তমহর্নিশং নচ পুন র্বিষ্ণোঃপদং শাশ্বতং,
যদ্‌যৎ কর্ম্ম কৃতং তদেব মুনিভিস্তৈস্তৈঃ ফলৈর্বঞ্চিতম্। ৮

কৃত্বা শস্ত্রবিভীষিকাং কতিপয়গ্রামেষু দীনাঃ প্রজা
মথ্নন্তো বিটজল্পিতৈরুপহতাঃ ক্ষৌণীভুজস্তে কিল।
বিদ্বাংসোপি বয়ং কিল ত্রিজগতাং স্বর্গস্থিতিব্যাপদা
মীশস্তৎপরিচর্য্যয়া ন গণিতো যৈরেষ নারায়ণঃ॥ ৯

নাথে শ্রীপুরুষোত্তমে ত্রিজগতামেকাধিপে চেতসা
সেব্যে স্বস্য পদস্য দাতরি সুরে নারায়ণে তিষ্ঠতি।
যংকঞ্চিৎ পুরুষাধমং কতিপয়গ্রামেশমল্পার্থদং
সেবায়ৈ মৃগয়ামহে নরমহো মূঢ়া বরাকা বয়ম্॥ ১০

জন্মেদং বন্ধ্যতাং নীতং ভবভোগোপলিপ্সয়া।
কাচমূল্যেন বিক্রীতো হন্ত চিন্তামণি র্ময়া॥ ১১

মুনিদিগের ন্যায় আমরাও ক্ষান্তি অর্থাৎ সুখ-দুঃখ মানাপমানাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া থাকি, কিন্তু তাঁহারা যেমন ক্ষমাগুণবশতঃ উহা করিয়াছেন, আমরা সেরূপে তাহা করিতে পারি না। তাঁহাদিগের ন্যায় আমাদিগকেও গৃহোচিত সুখ ত্যাগ করিতে হইতেছে, কিন্তু তাঁহারা যেমন সন্তোষসহকারে উহা ত্যাগ করিয়াছিলেন, আমরা সেরূপে তাহা পারিয়া উঠিতেছি না। তাঁহাদের ন্যায় আমরাও দুঃসহ শীত, বাত ও রৌদ্রের ক্লেশ সহ্য করিতেছি, কিন্তু তাঁহারা যেমন ঐ সকল সহ্য করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, আমরা তাহা করি না। তাঁহাদিগের ন্যায় আমরাও অহোরাত্র ধ্যান করিতেছি, কিন্তু তাঁহাদিগের ধ্যানের বিষয় অক্ষয় বিষ্ণুপদ, আমাদিগের ধ্যানের বিষয় অনিত্য অর্থরাশি। এইরূপ মুনিগণ যে যে কর্ম্ম করিয়াছেন, আমরাও সেই সেই কর্ম্ম করিতেছি; কিন্তু তাঁহারা কৃতকর্ম্মগুলির যে যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমরা সেই সেই ফলেই বঞ্চিত হইতেছি॥ ৮॥

যাঁহারা শস্ত্রভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক নিজের অধিকৃত কতিপয় মাত্র গ্রামে প্রজাবর্গের পীড়ন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, অথচ শঠকামুক পারিষদ বর্গের অসার বাক্যে স্বয়ংও উপহত হইয়া থাকেন, তাঁহারাও আবার পৃথিবীপালক নৃপতি! এবং ঐ সকল নৃপতির আরাধনা কার্য্যে অহরহঃ ব্যাপৃত থাকিয়া যাহারা ত্রিজগতের সৃষ্টিস্থিতি-সংহার-সমর্থ ভগবান্ নারায়ণকেও আরাধ্য বলিয়া গণনা করে না, সেই আমরাও আবার পণ্ডিত! হায়, যুগমাহাত্ম্যে কত পরিবর্ত্তনই সঙ্ঘটিত হইল॥ ৯॥

নাথ শ্রীপুরুষোত্তম, যিনি ত্রিগতের একাধিপতি, অন্তঃকরণ দ্বারাই যাঁহার সেবা হইতে পারে, ঐ সেবাফলে যিনি নিজপদ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন, তাদৃশ দেব নারায়ণ বিদ্যমানে, আমরা যে কতিপয় গ্রাম মাত্রের পতি, সামান্য ধনপ্রদাতা যে-কোন পুরুষাধম মনুষ্যকে আরাধনা দ্বারা প্রসন্ন করিবার উদ্দেশে নানাদেশ অন্বেষণ করিয়া বেড়াই আমাদিগের অপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কে হইতে পারে? ১০॥

হায় অকিঞ্চিৎকর বিষয় সম্ভোগ বাসনায় আমার এ হেন মনুষ্যজন্ম বৃথা অতিবাহিত হইল! আমি সুদুর্ল্লভ চিন্তামণিকে অতি তুচ্ছ কাচমূল্যে বিক্রয় করিলাম! ১১॥

যাচ্ঞাশূন্যমযত্নলভ্যমশনং বায়ুঃ কৃতো বেধসা
ব্যালানাং পশবস্তৃণাঙ্কুরভুজঃ সুস্থাঃ স্থলীশায়িনঃ।
সংসারার্ণবলঙ্ঘনক্ষমধিয়াং বৃত্তিঃ কৃতা সা নৃণাং,
যামন্বেষয়তাং প্রয়ান্তি সততং সর্ব্বে সমাপ্তিং গুণাঃ। ১২

যদ্বক্ত্রং মুহুরীক্ষসে ন ধনিনাং ব্রূষে ন চাটুং মৃষা
নৈষাং গর্ব্বগিরঃ শৃণোষি ন পুনঃ প্রত্যাশয়া ধাবসি।
কালে বালতৃণানি খাদসি সুখং নিদ্রাসি নিদ্রাগমে
তন্মে ব্রূহি কুরঙ্গ কুত্র ভবতা কিন্নাম তপ্তং তপঃ॥ ১৩

আস্বাদ্য স্বয়মেব বচ্মি মহতীর্ম্মর্ম্মচ্ছিদো যাতনা
মাভূৎ কস্যচিদপ্যয়ং পরিভবো যাচ্ঞেতি সংসারিণঃ
পশ্য ভ্রাতরিয়ং হি গৌরবহরা ধিক্কারকেলিস্থলী
মানম্লানিমসী গুণব্যতিকরপ্রাগল্ভ্যগর্ব্বচ্যুতিঃ॥ ১৫

ক্ব গন্তাসি ভ্রাতঃ কৃতবসতয়ো যত্র ধনিনঃ
কিমর্থং প্রাণানাং স্থিতিমনুবিধাতুং কথমপি।

বিধাতা সর্পজাতির অযত্নলভ্য বায়ু আহার করিয়াছেন, তাহারা সেই যাচ্ঞাশূন্য সামান্য আহারেই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। পশুদিগকে তৃণাঙ্কুরভোজী করিয়াছেন, তাহারা সেই তৃণাঙ্কুর ভোজনেই সন্তুষ্ট হইয়া নিরুদ্বেগে প্রান্তস্থলীর মধ্যে শয়ন করিয়া থাকে। কিন্তু যাহাদিগের বুদ্ধি সংসার-সাগর লঙ্ঘন করিতেও সমর্থ, সেই মনুষ্যজাতির জীবিকা তিনি এইরূপ করিয়া দিয়াছেন যে ঐ জীবিকার অন্বেষণেই তাহাদিগের সমস্ত গুণ নিঃশেষ হইয়া যায়॥ ১২॥

হে কুরঙ্গ (হরিণ) ধনিগণের মুখ তোমায় যে মুহুর্মুহুঃ নিরীক্ষণ করিতে হয় না, উহাদিগের সন্তোষার্থ মিথ্যা চাটুবাক্য বলিতে হয় না, উহাদিগের সাহঙ্কার বাক্যও কখন শুনিতে হয় না, কদাপি দূরপ্রত্যাশায় ধাবিত হইতে হয় না, ক্ষুধার সময় নব নব তৃণদল ভক্ষণ কর, নিদ্রার সময় সুখে নিদ্রা যাও, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কোন্ স্থানে কিরূপ তপস্যা করিয়াছিলে? ১৩॥

হরিণগণ অযত্ন-সুলভ তৃণদ্বারা স্বচ্ছন্দে বনমধ্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। জীবিকার নিমিত্ত কখনও তাহাদিগকে ধনিদিগের নিকটে দৈন্যপ্রকাশ করিতে হয় না। অথচ আমরা তাহাদিগকেই পশু বলিয়া ঘৃণা করি ও আপনাদিগকে বুদ্ধিমান্ পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করিয়া থাকি॥ ১৪॥

আমি মর্ম্মচ্ছেদী মহাযাতনা স্বয়ং আস্বাদন করিয়াই বলিতেছি যে যাচ্ঞা বলিয়া যে গুরুতর পরিভব, ইহা যেন কোন সংসারী ব্যক্তিকে ভোগ করিতে না হয়। হে ভ্রাতঃ, দেখিতেছ না, যে এই যাচ্ঞাই গৌরব হারাইবার হেতু, ধিক্কারের ক্রীড়াস্থল; উহাই উজ্জ্বল মানকে ম্লান করিবার মসীস্বরূপ এবং গুণরাশির সংসর্গজনিত প্রগল্ভতা ও গর্ব্ব বিনাশের বীজস্বরূপ॥ ১৫॥

হে ভ্রাতঃ, কোথা যাইতেছ? যথায় ধনিগণ বাস করেন, সেই স্থানে? কি নিমিত্ত তথায় যাইবার প্রয়োজন হইয়াছে? জীবনের রক্ষা বিধানের নিমিত্ত? কি উপায়ে উহার রক্ষাবিধান হইবে? যাচ্ঞালব্ধ ধন দ্বারা? হায় যাচ্ঞায় যে ঘোর নিকার বা তিরস্কার লাভ হইবে, তাহা কি বিবেচনা করিতেছ না? আর যদিও ধন লাভ হয়, কিন্তু অগ্রে নিকার ও

ধনৈ র্যাচঞালব্ধৈর্নমু পরিভবোঽভ্যর্থনফলং,
নিকারোঽগ্রে পশ্চাদ্ধনমহহ ভোস্তদ্ধি নিধনম্ ॥ ১৬

প্রাণানামুত কিং ব্রুবে কঠিনতাং তৈরেব সাবিষ্কৃতা,
নিষ্ক্রামন্তি কদাচিদেব নহি যে যাচ্ঞাবচোভিঃ সমম্।
আত্মানং পুনরাক্ষিপামি বিদিতস্থৈর্য্যোঽপি যেষামহো
মিথ্যাশঙ্কিততদ্বিয়োগবিধুরো যৎ প্রার্থয়ে সর্ব্বশঃ। ১৭

অমীষাং প্রাণানাং তুলিতবিসিনীপত্রপয়সাং
কৃতে কিং নাস্মাভি র্বিগলিতবিবেকৈ র্ব্যবসিতম্।
যদীশানামগ্রে দ্রবিণকণমোহান্ধমনসাং
কৃতং বীতব্রীড়ৈ র্নিজগুণকথাপাতকমপি ॥ ১৮

বীভৎসা বিষয়া জুগুপ্সিততমঃ কায়ো বয়ো গত্বরং,
প্রায়ো বন্ধুভিরধ্বনীব পথিকৈ র্যোগো বিয়োগাবহঃ।
হাতব্যোঽয়মসার এষ বিরসঃ সংসার ইত্যাদিকং,
সর্ব্বস্যৈব হি বাচি চেতসি পুনঃ কস্যাপি পুণ্যাত্মনঃ ॥ ১৯

তড়িন্মালা-লোলং প্রতিবিরতি-দত্তান্ধতমসং
ভবে সৌখ্যং হিত্বা শমসুখমুপাদেয়মনঘম্।
ইতি ব্যক্তোচ্চারং চটুলবচসঃ শূন্যমনসো
বয়ং ব্রীতব্রীড়াঃ শুক ইব পঠামঃ পরমমী ॥ ২০

তৎপরে যে ধন-প্রাপ্তি, সে তো নিধন প্রাপ্তিই ॥ ১৬ ॥

প্রাণের কঠিনতার কথা আর কি বলিব, সে নিজেই ঐ কঠিনতা বিলক্ষণরূপে প্রকাশ করিতেছে। কেননা যখন যাচ্ঞাবাক্য মুখ হইতে বহির্গত হয়, তখন প্রাণও যে সেই সঙ্গে বহির্গত হইয়াছে, ইহা কখনই দৃষ্টিগোচর হইল না। কেবল নিজের নিকট নিজেই আমি এই আক্ষেপ করি, যে প্রাণের এইরূপ স্থায়িত্ব জানিয়াও সেই প্রাণের বিনাশ শঙ্কায় অনর্থক কাতর হইয়া সকলের নিকট যে অর্থাদি প্রার্থনা করিয়া থাকি, এরূপ করিবার প্রয়োজন কি? ১৭ ॥

পদ্মপত্রের উপরিস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় অতি চঞ্চল এই জীবনের নিমিত্ত আমরা বিবেকশূন্য হইয়া কোন্ কার্য্যই না করিয়া থাকি? যেহেতু যৎকিঞ্চিৎ ধনমোহে অন্ধচিত্ত ধনীদিগের সম্মুখে নির্লজ্জ হইয়া নিজ মুখে নিজ গুণ কীর্ত্তন রূপ যে পাতক, তাহারও অনুষ্ঠান করিয়া থাকি ॥১৮॥

বিষয় সকল অতি বীভৎস, রসরক্তাদিময় শরীরও অতি ঘৃণিত, পরমায়ু অত্যন্ত চঞ্চল, পথিমধ্যে পথিকদিগের পরস্পর মিলনের ন্যায় বন্ধুগণের সহিত আমাদের সংযোগ কেবল বিয়োগের কারণ, এই অসার ও পরিণামবিরস সংসার পরিত্যাগ করাই উচিত, এই সকল উপদেশ প্রায় সকলেরই কথামাত্রে থাকিতে দেখা যায়; অতি অল্প পুণ্যবান্ ব্যক্তিরই অন্তঃকরণে প্রকৃত ঐভাব অবস্থিতি করে ॥ ১৯ ॥

মনুষ্যজন্মে যে বিষয়সুখ, তাহা বিদ্যুৎ সমূহের ন্যায় চঞ্চল এবং বিদ্যুতের প্রতিবার স্ফুরণের অন্তেই যেমন অন্ধকার হয়, ঐ সুখের অবসানও সেইরূপ অন্ধকারময়। অতএব উহা ত্যাগ করিয়া নির্ম্মল শান্তিসুখই আমাদিগের অবলম্বনীয়। এই সকল উপদেশ আমরা লজ্জাশূন্য হইয়া শুকপক্ষীর ন্যায় শূন্যমনে অথচ মিষ্টবচনে সুস্পষ্টভাবে পাঠ করিতেছি মাত্র ॥২০॥

যদাসৌ দুর্ব্বারঃ প্রসরতি মদশ্চিত্তকরিণ,
স্তদা তস্যোদ্দামপ্রসররসরূঢ়ৈর্ব্যবসিতৈঃ।
ক্ব তদ্ধৈর্য্যালানং ক্ব স নিজকুলাচারনিগড়ঃ,
ক্ব সা লজ্জারজ্জুঃ ক্ব বিনয়কঠোরাঙ্কুশমপি॥ ২১

ভিক্ষাশনং ভবনমায়তনৈকদেশঃ
শয্যা ভুবঃ পরিজনো নিজদেহভারঃ।
বাসশ্চ জীর্ণপটখণ্ডনিবদ্ধকন্থা
হাহা তথাপি বিষয়া ন জহাতি চেতঃ॥ ২২

ত্বামুদর সাধু মন্যে শাকৈরপি যদসি লব্ধপরিতোষম্।
হতহৃদয়ং হ্যধিকাধিকবাঞ্ছাশতদুর্ভরং ন পুনঃ॥ ২৩

নিস্বোবষ্টি শতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপো,
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতি শ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ।
চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতি র্ব্রহ্মাস্পদং বাঞ্ছতি,
ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং পুনঃ পুনরহো আশাবধিং কোগতঃ॥ ২৪

শুচাং পাত্রং ধাত্রী পরিণতি রমেধ্যপ্রচয়ভূ-
রয়ং ভূতাবাসো বিমৃশ কিয়তীং যাতি ন দশাম্।
তদস্মিন্ ধীরাণাং ক্ষণমপি কিমাস্থাতুমুচিতং,
খলীকারঃ কোঽয়ং যদহমহমেবেতি রভসঃ॥ ২৫

যখন চিত্তরূপ হস্তীর দুর্নিবার মত্ততা আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহার আসক্তি উদ্দামবেগে বর্দ্ধিত হওয়ায় তজ্জনিত উৎকট উদ্যমপরম্পরায় আমাদিগের ধৈর্য্যরূপ আলান (হস্তীর বন্ধনস্তম্ভ) কোথায় বিচলিত হইয়া যায়, স্বকীয় কুলাচাররূপ নিগড় কোথায় ভগ্ন হইয়া পড়ে, লজ্জারূপ রজ্জু ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, বিনয়রূপ কঠোর অঙ্কুশও তখন নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া থাকে॥ ২১॥

ভিক্ষান্ন এখন ভোজন, দেবায়তনাদির একপ্রান্তই বাসস্থান, ভূমিই শয্যা, নিজদেহ-ভারই নিজ পরিজন, এবং জীর্ণবস্ত্রখণ্ডে কৃত কন্থাই পরিধানবস্ত্র হইয়াছে। হাধিক্, তথাপি হৃদয় বিষয় সমূহকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না॥ ২২॥

হে উদর, তোমাকেই আমি সাধু বলিয়া বিবেচনা করি, যেহেতু শাকদ্বারাই তুমি পরিতোষ লাভ কর। কিন্তু আমার এই দগ্ধ-হৃদয়ের অসাধুতার কথা কি বলিব, উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত শত শত বাঞ্ছাতেও উহার পরিপূরণ হয় না॥ ২৩॥

নির্ধন ব্যক্তি শত মুদ্রার কামনা করে, যাহার শত মুদ্রা আছে সে সহস্রের কামনা করে, যাহার সহস্র আছে, তাহার লক্ষ মুদ্রার বাসনা হয়, লক্ষপতি রাজত্ব বাঞ্ছা করেন, রাজা সার্ব্বভৌম সম্রাটের পদ, সম্রাট্ ইন্দ্রত্ব, ইন্দ্র ব্রহ্মত্ব এবং ব্রহ্মা বিষ্ণুত্ব কামনা করেন, অতএব আশার অবধি কে প্রাপ্ত হইয়াছে?২৪॥

অশেষবিধ শোকের পাত্র, ধাত্রীর পরিণাম-স্বরূপ, ও অপবিত্রতারাশির উৎপত্তি ক্ষেত্র-স্বরূপ, পঞ্চভূতের অধিষ্ঠানভূত এই দেহ কোন্ ‾ বা প্রাপ্ত না হইতেছে, একবার বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি। অতএব এই ক্ষণবিনশ্বর দেহের উপরি পণ্ডিতগণের ক্ষণকালের নিমিত্তও কি আস্থা প্রদর্শন করা উচিত? কঞ্চ তথাপি দেখ, আমি আমি বলিয়া লোকের কতই মনের বেগ! হায়! মায়ার কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব, যে আমরা এই প্রত্যক্ষ

রেতঃশোণিতয়ো র্বিষং পরিণতি র্যদ্বর্ষ্ম তচ্চাভবন্
মৃত্যোরাস্পদমাশ্রয়ো গুরুশুচাং রোগস্ত বিশ্রামভূঃ।
জানন্নপ্যবশী বিবেকবিরহান্মজ্জন্নবিদ্যাম্বুধৌ,
শৃঙ্গারীয়তি পুত্রকাম্যতি বত ক্ষেত্রীয়তি স্ত্রীয়তি॥ ২৬

ক্বৈতদ্বক্ত্রারবিন্দং ক তদধরমধু ক্বায়তা স্তে কটাক্ষাঃ,
ক্বালাপাঃ কোমলাস্তে ক্ব চ মদনধনুর্ভঙ্গুরো ভ্রূবিলাসঃ।
ইত্থং খট্টাঙ্গকোটৌ প্রকটিতদশনং মঞ্জুগুঞ্জৎসমীরং,
রাগান্ধানামিবোচ্চৈ রুপহসতি মহামোহজালং কপালম্॥ ২৭

শৃণু হৃদয় রহস্যং যৎ প্রশস্তং মুনীনাং,
নখলু নখলু যোষিৎসন্নিধিঃ সংবিধেয়ঃ।
হরতি হি হরিণাক্ষী ক্ষিপ্রমক্ষিক্ষুরপ্রৈঃ,
প্রহতশমতনুত্রং চিত্তমপ্যুত্তমানাম্॥ ২৮

সমাশ্লিষ্যত্যুচ্চৈর্ঘনপিশিতপিণ্ডং স্তনধিয়া
মুখং লালাক্লিন্নং পিবতি চসকং সাসবমিব।
অমেধ্যে ক্লেদার্দ্রে পথিচ রমতে স্পর্শরসিকো,
মহামোহান্ধানাং কিমিহ রমণীয়ং ন ভবতি॥ ২৯

ইতি শান্তিশতকে প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অসৎ বস্তুগুলিকে সত্য বলিয়া হৃদয়ে ধারণা করিতেছি॥২৫॥

শুক্রশোণিতের পরিণামস্বরূপ এই যে দেহ, ইহা মৃত্যুর আস্পদ, গুরুতর শোকসমূহের আশ্রয়, এবং রোগরাশির বিশ্রামস্থল। ইহা জানিয়া শুনিয়াও ইন্দ্রিয়পরায়ণ মানবগণ বিবেকবুদ্ধির অভাববশতঃ অবিদ্যাসমুদ্রে নিমগ্ন হইতেছে ও নিরন্তর পত্নীকামনা, পত্নীসংসর্গ-কামনা, পুত্রকামনা ও ভূম্যাদি সম্পত্তিকামনা করিতেছে॥ ২৬॥

খট্টাঙ্গের প্রান্তভাগে সংলগ্ন একটী নর-কপাল বিকট দন্তপঙ্‌ক্তি বিকাশ করিয়া রহি-য়াছে। উহার অভ্যন্তরে বায়ু প্রবিষ্ট হওয়ায় মধুর শব্দ উৎপন্ন হইতেছে। বোধ হইতেছে, যেন ঐ নরকপাল অনুরাগান্ধ ব্যক্তিদিগের মহামুগ্ধতাকে উপহাস করিয়াই কহিতেছে, "দেখ কোথায় এখন সেই সুখপ্রফুল্ল মুখকমল! সেই মধুময় অধর, সুকোমল আলাপ, সুবিশাল কটাক্ষ কোথায় গেল? সেই কন্দর্প ধনুর ন্যায় কুটিল ভ্রূভঙ্গি কোথায় অস্তমিত হইল? হায়, যাহা ক্ষণবিনশ্বর, তাহার জন্য এত অনুরাগ, এত আত্ম-বিস্মৃতি কেন?" ২৭॥

হে হৃদয়, তোমায় একটী রহস্য নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ কর; উহা মুনিগণের পক্ষেও প্রশস্ত। দেখ, স্ত্রীজাতির সমীপে বাস কখনই বিধেয় নহে। কেন না, উহাদিগের নয়নরূপ ক্ষুরপ্র অস্ত্র এতই সুতীক্ষ্ণ, যে উহা শান্তিরূপ সুদৃঢ় বর্ম্ম ভেদ করিয়া সাধুপুরুষগণের চিত্তও হঠাৎ অধিকার করিয়া থাকে॥ ২৮

স্পর্শরস-লোলুপ কামকূপমগ্ন পুরুষেরা নিবিড় মাংসপিণ্ডকে স্তন বলিয়া গাঢ় আলি-ঙ্গন করে; লালাক্লিন্ন মুখ মদ্যপূর্ণ পানপাত্র বোধে স্বচ্ছন্দে পান করে; অতি অপবিত্র ক্লেদার্দ্র চর্ম্মবিবর-বিশেষে বিহার করে। হায়, যাহারা মহামোহে অন্ধীভূত, এ জগতে কোন বস্তু তাহাদিগের পক্ষে রমণীয় নহে? ২৯॥

ইতি শান্তিশতকে বিবেকোদয় নামক প্রথম পরিচ্ছেদ।

অয়মবিচারিতচারুতয়া সংসারো ভাতি রমণীয়ঃ।
অত্র পুনঃ পরমার্থদৃশাং কিমপি ন সারো রমণীয়ঃ॥ ৩০

কেনাপ্যনর্থরুচিনা কপটং প্রযুক্ত-
মেতত্ সুহৃত্তনয়বন্ধুময়ং বিচিত্রম্।
কস্যাত্র কঃ পরিজনঃ স্বজনো জনোবা,
স্বপ্নেন্দ্রজালসদৃশঃ খলু জীবলোকঃ॥ ৩১

আরম্ভঃ সংশয়ানামবিনয়ভবনং পত্তনং সাহসানাং,
দোষাণাং সন্নিধানং কপটশতময়ং ক্ষেত্রমপ্রত্যয়ানাম্।
দুস্ত্যাজ্যং যন্মহদ্ভিঃ সুরনরবৃষভৈঃ সর্ব্বমায়াকরণ্ডং,
স্ত্রীরূপং কেন লোকে বিষমমৃতময়ং ধর্ম্মনাশায় সৃষ্টম্॥ ৩২

যদা প্রকৃত্যৈব জনস্য রাগিণো,
ভৃশং প্রদীপ্তো হৃদি মন্মথানলঃ।
তদাত্র ভূয়ঃ কিমনর্থপণ্ডিতৈঃ,
কুকাব্যহব্যাহুতয়ো নিবেশিতাঃ॥ ৩৩

অলমতিচপলত্বাৎ স্বপ্নমায়োপমত্বাৎ,
পরিণতিবিরসত্বাৎ সঙ্গমেনাঙ্গনায়াঃ।
ইতি যদি শতকৃত্ব স্তত্ত্বমালোচয়াম-
স্তদপি ন হরিণাক্ষীং বিস্মরত্যন্তরাত্মা॥ ৩৪

দধতি তাবদমী বিষয়াঃ সুখং,
স্ফুরতি যাবদিয়ং হৃদি মূঢ়তা।

মায়ান্ধ মনুষ্য সম্যক্ বিচার করিতে পারে না বলিয়াই সংসার তাহাদিগের চক্ষে রমণীয়-রূপে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু যথার্থদর্শী বিবেকী-দিগের নিকট এ জগতের কিছুই সার বা রমণীয় নহে॥ ৩০॥

কোন অনর্থরুচি পুরুষ এই সুহৃৎ-তনয়-বন্ধুবান্ধবময় অদ্ভুত ছল আমাদিগের প্রতি প্রয়োগ করিয়া থাকিবে। নতুবা এ সংসারে কে কাহার পরিজন, কে কাহার স্বজন? এই জীবলোক নিশ্চয়ই স্বপ্ন বা ইন্দ্রজাল সদৃশ।৩১।

যাহা সংশয়ের উৎপত্তি কারণ, অবিনয়ের নিকেতন, সাহসের পত্তন ও দোষরাশির সন্নিধান স্বরূপ; যাহা অপ্রত্যয়ের ক্ষেত্র ও শত শত কপটতায় আবৃত; সুরনরশ্রেষ্ঠ পুরুষেরাও যাহা কষ্টে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন; যাহা সর্ব্ব মায়ার সুদৃঢ় আধার, অমৃতময় বিষস্বরূপ সেই স্ত্রীরূপ পদার্থ কোন্ ব্যক্তি জগতের ধর্ম্মনাশের নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছে॥ ৩২॥

যখন বিষয়ানুরক্ত লোকের হৃদয়ে স্বভাবতই কামাগ্নি বিলক্ষণ প্রদীপ্ত হইয়া থাকে, তখন বৃথাপাণ্ডিত্যাভিমানী কবিগণ কেন আ তাহার উপর কুকাব্যরূপ হবোর আহুতি সকল নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন? ৩৩॥

স্বপ্নমায়ার ন্যায় অকিঞ্চিৎকর, অতিচপল ও অবসান-নীরস অঙ্গনাগণের সংসর্গে কি প্রয়োজন আছে, উহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য; এই তত্ত্বোপদেশ যদি শতবার আলোচনা করি, তথাপি অন্তরাত্মা হরিণনয়নাকে বিস্মৃত হইতে পারেনা। ৩৪

যাবৎ এই মূঢ়তা হৃদয়ে বিরাজমান থাকে তাবৎকালই ঐ বিষয় সকল সুখসম্পাদনে সমর্থ হয়। কিন্তু তত্ত্বদর্শী দিগের বিবেক-বিশুদ্ধ

মনসি তত্ত্ববিদান্তু বিবেচকে
ক্ক বিষয়াঃ ক্ক সুখং ক্ক পরিগ্রহঃ ॥ ৩৫

যদা পূর্ব্বং নাসীদুপরিচ তথা নৈব ভবিতা,
তদা মধ্যাবস্থাক্ষণপরিচয়ো ভূতনিচয়ঃ।
অতঃ সংযোগেস্মিন্ বলবতি বিয়োগেচ সহজে
কিমাধারঃ প্রেমা কিমধিকরণাঃ সন্তু চ শুচঃ ॥ ৩৬

ইন্দ্রস্যাশুচিশূকরস্যচ সুখে দুঃখেচ নাস্ত্যন্তরং,
স্বেচ্ছাকল্পনয়া তয়োঃ খলু সুধা বিষ্ঠাচ কাম্যাশনম্।
রম্ভা চাশুচিশূকরীচ পরমপ্রেমাস্পদং মৃত্যুতঃ,
সংত্রাসোপি সমঃ স্বকর্ম্মগতিভিশ্চান্যোন্যভাবঃ সমঃ ॥ ৩৭

কৃমিকুলচিতং লালাকীর্ণং বিগন্ধি জুগুপ্সিতং,
নিরুপমরসপ্রীত্যাস্বাদন্নরাস্থি নিরামিষম্।
সুরপতিমপি শ্বা পার্শ্বস্থং সশঙ্কমিবেক্ষতে,
গণয়তি নহি ক্ষুদ্রোলোকঃ পরিগ্রহফল্গুতাম্ ॥ ৩৮

অমীষাং জন্তূনাং কতিপয়নিমেষস্থিতিযুষাং
বিয়োগে ধীরাণাং ক ইহ পরিতাপস্য বিষয়ঃ।

অন্তঃকরণে কোথায় বা বিষয়, কোথায় সুখ, কোথায় বা পরিগ্রহ ॥ ৩৫ ॥

এই পঞ্চভূতারব্ধ শরীর যখন পূর্ব্বেও ছিল না, পরেও থাকিবে না, তখন মধ্যাবস্থায় কিয়ৎ কালের নিমিত্ত উহার সহিত পরিচয় হইয়াছে, ইহাই যথার্থ বলিতে হইবে। অতএব সংযোগ বা মিলন যখন বলবৎ অর্থাৎ হইতেই হইবে এবং বিয়োগও স্বাভাবিক অর্থাৎ তাহা লঙ্ঘন করিয়া থাকিবার উপায় নাই, তখন কোন্ বস্তুর উপরই বা প্রণয় স্থাপন করা যাইবে, কোন্ বস্তুর উপরেই বা বিয়োগজনিত শোক অবস্থিতি করিবে? ৩৬ ॥

স্বর্গের অধীশ্বর ইন্দ্র ও একটা অপবিত্র শূকর, ইহাদিগের সুখে বা দুঃখে পরস্পরের তুলনায় কিছুমাত্র অন্তর নাই। দেখ, আপন ইচ্ছানুসারেই সুধা যেমন ইন্দ্রের বাঞ্ছনীয় খাদ্য বস্তু, শূকরের পক্ষে বিষ্ঠাও তেমনি তাহার আপন ইচ্ছানুসারেই বাঞ্ছনীয় খাদ্য বস্তু। ইন্দ্রের রম্ভা যেমন পরম প্রেমপাত্রী, শূকরের পক্ষে শূকরীও সেইরূপ প্রেমের পাত্রী। উভয়েরই মৃত্যু হইতে সমান ত্রাস, আপন কর্ম্ম ও গতি অনুসারে ইহাদিগের অন্যান্যভাবও পরস্পরের সমান। ৩৭

যেমন কুক্কুর কৃমিকুলে আকীর্ণ, লালাক্লিন্ন, মাংসশূন্য, দুর্গন্ধি নরের অস্থি অতুল রসাস্বাদ সুখে চর্ব্বণ করিতে করিতে পার্শ্বে দেবরাজ ইন্দ্র থাকিলেও তাঁহাকে লক্ষ্য করে না, কেবল প্রাণভয়ে সশঙ্কচিত্তে এক একবার নিরীক্ষণ করে মাত্র, সেইরূপ মোহান্ধমনুষ্য বিষয়ভোগে নিরত হইয়া পাছে কেহ তাহার ঐ ভোগ্য বস্তু কাড়িয়া লয়, এই চিন্তাতেই অস্থির থাকে; ব্রহ্মপদার্থের প্রতি একবার মনোনিবেশও করে না। কেননা বিষয় পরিগ্রহে আপনার যে কত দূর তুচ্ছতা হয়, ক্ষুদ্রলোকে তাহা অবধারণ করিতেই সমর্থ নহে ॥ ৩৮ ॥

কতিপয় নিমেষ যাহাদিগের জীবনকাল, সেই সামান্য প্রাণিদিগের বিয়োগে পণ্ডিতগণের পরিতাপের বিষয় কি আছে? কারণ উহারা যেমন ক্ষণকালের মধ্যে উৎপন্ন হইতেছে, তেমনি ক্ষণকালের মধ্যে বিনাশ প্রাপ্ত হই-

ক্ষণাদুৎপদ্যন্তে বিলয়মপি যান্তি ক্ষণময়ী,
ন কেঽপি স্থাতারঃ সুরগিরিপয়োধিপ্রভৃতয়ঃ ॥ ৩৯

পুত্রঃস্যাদিতি দুঃখিতঃ সতি সুতে তস্যাময়ে দুঃখিতঃ
তদ্দুঃখাদিকমার্জ্জনে তদনয়ে তন্মৌর্খ্যতো দুঃখিতঃ।
জাতশ্চেৎ সগুণোঽথ তন্মৃতিভয়ং তস্মিন্মৃতে দুঃখিতঃ
পুত্রব্যাজমুপাগতো রিপুরয়ং মা কস্যচিজ্জায়তাম্ ॥ ৪০

স্থিরাপায়ঃ কায়ঃ প্রণয়িষু সুখং স্থৈর্য্যবিমুখং
মহাভোগা রোগাঃ কুবলয়দৃশঃ সর্পসদৃশঃ।
গৃহাবেশঃ ক্লেশঃ প্রকৃতিচপলা শ্রীরপি খলা
যমঃ স্বৈরী বৈরী তদপি ন হিতং কর্ম্ম বিহিতম্ ॥ ৪১

অর্থপ্রাণবিনাশসংশয়করীং প্রাপ্যাপদং দুস্তরাং
প্রত্যাসন্নভয়ং ন বেত্তি বিভবং স্বং জীবিতং কাঙ্ক্ষতি।
উত্তীর্ণস্তু ততো ধনার্থমপরাং ভূয়োবিশত্যাপদং,
প্রাণানাঞ্চ ধনস্য চাধমধিয়ামন্যোন্যভাবঃ পণঃ ॥ ৪২

বিমলমতিভিঃ কৈরপ্যেতজ্জগজ্জনিতং পুরা,
বিধৃতমপরৈর্দত্তঞ্চান্যৈর্বিজিত্য তৃণং যথা।
ইহহি ভুবনান্যন্যে ধীরাশ্চতুর্দ্দশ ভুঞ্জতে,
কতিপয়পুরস্বাম্যে পুংসাং কএষ মদজ্বরঃ ॥ ৪৩

তেছে; সুর, গিরি, সমুদ্র প্রভৃতি কিছুইতো চিরস্থায়ী নহে ॥ ৩৯ ॥

যদি পুত্র না থাকে, "আমার কি একটী পুত্র হইবে?" এই আশাগ্রস্ত হইয়া কষ্ট পাইতে হয়। যদি পুত্রলাভ হইল, তাহার পীড়া নিবন্ধন সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকিতে হয়। পীড়াদির না হয় প্রতীকার হইল, কিন্তু সেই পুত্র যদি দুরাচার হয়, তাহা হইলে তাহার মূর্খতা চিন্তা করিতে করিতে সর্ব্বদা মনঃক্লেশ ভোগ করিতে হয়। পুত্র যদি গুণবান্ হইল, সর্ব্বদা তাহার অত্যাহিতশঙ্কা মনে উদয় হয়। যদি সে মৃত্যু গ্রাসেই পতিত হইল, তাহা হইলে ত দুঃখের কথাই নাই। অতএব পুত্রনামধারী এই শত্রু যেন কখনও কোন লোকের না হয় ॥ ৪০ ॥

এই পাঞ্চভৌতিক কায়ের অপায় নিশ্চিত; প্রণয়াদিজনিত সুখ সকলও অতি চঞ্চল; রোগসমূহ মহাদুর্ম্ভোগকর; সুন্দরীগণ বিষধরীগণের ন্যায় বিষম; গৃহে অভিনিবেশ মহা ক্লেশকর; কমলা স্বভাবতঃ চঞ্চলা ও অতি কুটিলা; কৃতান্তও নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী, প্রবল বৈরী; হায় এরূপ অবস্থাতেও আমার আত্মহিতকর কর্ম্ম বিহিত হইল না ॥ ৪১ ॥

যাহাতে অর্থ ও প্রাণ উভয় বিনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হয় এমন বিপদ ঘটনা হইলে নির্ব্বোধ লোকেরা অর্থনাশভয় গণনায় না আনিয়া প্রাণরক্ষাই কামনা করিয়া থাকে। আবার সেইরূপ বিপদ্ হইতে যখন উত্তীর্ণ হয়, তখন তাহারা ধনের জন্য লালায়িত হইয়া প্রাণপণ পূর্ব্বক অন্য এক আপদে পতিত হয়। এইরূপ মূঢ় মনুষ্যেরা ধন ও প্রাণ এই উভয়ের নিমিত্ত উক্ত উভয়ই পণ করিয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

ব্রহ্মাদি শুদ্ধমতি মহাপুরুষগণ পূর্ব্বকালে এই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। মহাসত্ত্বশীল পৃথু, ভারতাদি নৃপগণ এই জগতের রক্ষা বিধান করিয়াছেন। পরশুরামাদি মহাত্মা ইহা জয় করিয়া তৃণের ন্যায় অন্যকে দান করিয়াছেন। কোন অদ্বিতীয় বীর পুরুষ এই চতুর্দ্দশ ভুবনই উপভোগ করিতেছেন। হায়, কতিপয় নগরের আধিপত্য করিয়া মনুষ্যদিগের যে মদগর্ব্ব উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহা কি অদ্ভুত! ৪৩ ॥

রম্যং হর্ম্মতলং ন কিং বসতয়ে শ্রাব্যং ন গীতাদিকং
কিম্বা প্রাণসমা-সমাগমসুখং নৈবাধিকপ্রীয়তে।
কিন্তু প্রান্তপতৎ-পতঙ্গপবনব্যালোলদীপাঙ্কুর-
চ্ছায়াচঞ্চলমাকলয্য সকলং সন্তোবনান্তং গতাঃ ॥ ৪৪

আস্তামকণ্টকমিদং বসুধাধিপত্যং,
ত্রৈলোক্যরাজ্যমপি নৈব তৃণায় মন্যে।
নিঃশঙ্কসুপ্তহরিণীকুলসংকুলাসু
চেতঃ পরং বলতি শৈলবনস্থলীষু ॥ ৪৫

হরিণচরণ-ক্ষুণ্ণোপান্তাঃ সশাদ্বলনির্ঝরাঃ,
কুসুমললিতৈর্ব্বিশ্বগ্বাতৈ স্তরঙ্গিতপাদপাঃ।
বিবিধবিহগশ্রেণী-চিত্রধ্বনি-প্রতিনাদিতাঃ,
মনসি ন মুদং কস্যাদধ্যুঃ শিবা বনভূময়ঃ ॥ ৪৬

তে তীক্ষ্ণদুর্জ্জননিকারশরৈ র্ন ভিন্না,
ধন্যা স্তএব শমসৌখ্যভুজ স্তএব।
সীমন্তিনীভুজলতা-গহনং ব্যুদস্য,
যেঽবস্থিতাঃ শমফলেষু তপোবনেষু ॥ ৪৭

কুরঙ্গাঃ কল্যাণং প্রতিবিটপনারাগ্যমটবি,
শ্রবন্তি ক্ষেমং তে পুলিন কুশলং ভদ্রমুপলাঃ।

ধনিলোকের উপযুক্ত অট্টালিকা সকল কি বাসের পক্ষে রমণীয় নহে? মধুর গীতবাদ্যাদি কি শ্রবণসুখকর নহে? অথবা প্রাণসমা প্রণয়িনীর সমাগম-সুখ অধিক প্রীতির নিমিত্ত নহে? কিন্তু হায়, কত কাল উহারা আমাদিগের প্রীতিজননে সমর্থ হয়? যেমন দীপশিখার ছায়া সমীপে পতনশীল পতঙ্গের পক্ষপবনে নিতান্ত চঞ্চল হইয়া থাকে, ঐ সকল বিষয় সুখও সেইরূপ অস্থির ও আশু বিনাশী, ইহা বুঝিতে পারিয়াই সাধুগণ উহা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিত্যসুখের কামনায় শান্তচিত্তে বনান্ত আশ্রয় করিয়াছেন ॥ ৪৪ ॥

পৃথিবীর অকণ্টক আধিপত্য দূরে থাকুক, ত্রিলোকীর রাজত্বও আমি তৃণের ন্যায়ও বিবেচনা করি না। আমার চিত্ত কেবল সেই স্থলে ধাবিত হইতেছে, যথায় হরিণীকুল অনাকুলচিত্তে নিদ্রিত রহিয়াছে, শৈলশিলা সকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ রহিয়া মনুষ্যের কৃত্রিমতার স্পর্শ পর্য্যন্ত পরিহারের সূচনা করিতেছে ॥ ৪৫ ॥

যাহার প্রান্তভূমি হরিণগণের খুরধারায় খণ্ডিত হইয়াছে; নির্ঝর ও নব তৃণদল-শ্যামল ভূখণ্ডে, কুসুমসংসর্গ-সুরভি সতত-প্রবাহিত বায়ুবেগে তরঙ্গায়িত বৃক্ষশ্রেণীতে ও বিবিধ কলস্বর বিহঙ্গের প্রতিধ্বনিতে যাহা রমণীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, সেই মঙ্গলময় অরণ্যপ্রদেশ কাহার না অন্তঃকরণে অপার আনন্দবিস্তারে সমর্থ হয়? ৪৬ ॥

যাঁহারা সীমন্তিনীর ভুজলতাময় গহন অতিক্রম করিয়া একবার শান্তিরসাস্পদ তপোবনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা দুর্জ্জনগণের সুতীক্ষ্ণ তিরস্কাররূপ শরের প্রহারশঙ্কা হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন, তাঁহারাই শান্তিসুখভোগে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহারাই ধন্য ॥ ৪৭ ॥

মৃগকুল, তোমাদিগের কল্যাণ? অরণ্য তোমার শাখাগুলির অনাময় তো? প্রবাহিণি, তোমার মঙ্গল? পুলিনভূমি, তোমার কুশল তো? শিলারাশি, তোমাদিগের শুভ? তোমরা

নিশান্তাদস্মত্তাৎ কথমপি বিনিক্রান্তমধুনা
মনোঽস্মাকং দীর্ঘামভিলষতি যুষ্মৎপরিচিতিম্॥ ৪৮

বাসোবল্কলমাস্তরঃ কিশলয়ান্যোক স্তরূণাং তলং
মূলানি ক্ষতয়ে ক্ষুধাং গিরিনদীতোয়ং তৃষাশান্তয়ে।
ক্রীড়া মুগ্ধমৃগৈ র্ব্বয়াংসি সুহৃদো নক্তং প্রদীপঃ শশী,
স্বাধীনে বিভবে তথাপি কৃপণা যাচন্ত ইত্যদ্ভুতম্॥ ৪৯

শয্যা শাদ্বলমাসনং শুচিশিলা সদ্ম দ্রুমাণামধঃ,
শীতংনির্ঝর বারি পানমশনং কন্দঃ সহায়া মৃগাঃ।
ইত্যপ্রার্থিতলভ্য-সর্ব্ববিভবে দোষোঽয়মেকোবনে,
দুষ্প্রাপার্থিনি যৎ পরার্থ-ঘটনাবন্ধং বিনা স্থীয়তে॥৫০

পূরয়িত্বার্থিনামাশাং প্রিয়ং কৃত্বা দ্বিষামপি।
পারং গত্বা শ্রুতৌঘস্য ধন্যা বনমুপাসতে॥ ৫১

আহারঃ ফলমূলমাত্মরুচিতং শয্যা মহী বল্কলং
সম্বীতায় পরিচ্ছদাঃ কুশসমিৎপুষ্পাণি পুত্রা মৃগাঃ।
বস্ত্রান্নাশ্রয়দানভোগবিভবৈ র্নির্যন্ত্রণাঃ শাখিনো
মিত্রাণীত্যধিকং গৃহেষু গৃহিণাং কিন্নাম দুঃখাদৃতে॥ ৫২

সকলে সুখে আছ তো? আমার অন্তঃকরণ কোনরূপে প্রাণান্তকর নিজ নিকেতন হইতে বহির্গত হইয়াছে, এক্ষণে তোমাদিগের সহিত চিরস্থায়ী পরিচয় হয়, ইহাই তাহার একান্ত কামনা॥ ৪৮॥

আমাদিগের যাহা কিছু প্রয়োজন, তপোবনে সেই সমস্ত সম্পত্তিই আছে। দেখ, বল্কল বস্ত্রের, পল্লবরাশি আস্তরণের ও তরুতল গৃহের কার্য্য করিতে পারে; ক্ষুধা শান্তির নিমিত্ত ফলমূল, তৃষ্ণা নিবারণের নিমিত্ত গিরি নদীর জল পর্য্যাপ্ত হয়; মুগ্ধ মৃগগুলির সহিত ক্রীড়া, পক্ষিকুলের সহিত সৌহৃদ্য সম্পন্ন হইতে পারে; রাত্রিকালে দীপালোকের প্রয়োজন চন্দ্র দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। এইরূপ নিজের আয়ত্ত সম্পত্তি থাকিতেও লোকে যে দীনভাবে পরের নিকট যাচ্ঞা করে, ইহা অদ্ভুত বটে॥ ৪৯॥

তপোবনের মহিমা আর কত কীর্ত্তন করিব? তথায় নবতৃণদল-শ্যামলা ভূমিরূপ শয্যা, পবিত্র শিলাতলরূপ আসন, তরুতলরূপ বাসগৃহ, শীতল নির্ঝর-বারিরূপ পানীয়, কন্দমূলাদিরূপ ভোজ্য, মৃগযূথরূপ সহায়, বিনা প্রার্থনায় সকল লোকে পাইয়া থাকে, কিন্তু তথাপি ঐ স্থানের একমাত্র দোষ এই যে, পর প্রয়োজন সাধনের ইচ্ছা হইলেও নির্ব্ব্যাপার হইয়া থাকিতে হয়। কেন না, তথায় পান ভোজনাদি সাধন যাবতীয় দ্রব্য অযত্ন লভ্য হওয়ায় ঐ সকল দ্রব্যের নিমিত্ত প্রার্থী হইতে আর কাহাকেই তথায় দেখা যায় না॥ ৫০॥

প্রার্থীদিগের প্রার্থনা পরিপূরণ ও শক্রদিগেরও প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া শাস্ত্রীয় জ্ঞানরাশির পারগমনপূর্ব্বক যাঁহারা অরণ্য আশ্রয় করেন, ধরাতলে তাঁহারাই ধন্য পুরুষ॥ ৫১॥

আহারের নিমিত্ত ইচ্ছানুরূপ ফলমূল, শয়নের নিমিত্ত ভূমি, আচ্ছাদনের নিমিত্ত বল্কল; কুশ, সমিৎ, পুষ্পাদি উপকরণ সামগ্রী, মৃগাদি পুত্র, সকলই সুলভ। বৃক্ষ সকল এরূপ মিত্র যে, তাহারা বিনা ক্লেশে সর্ব্বদা অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় দান করিয়া থাকে। এই প্রকারে অরণ্যে যাহা আমরা অনায়াসে লাভ করি, গৃহে ঐ সকলের অতিরিক্ত দুঃখ ভিন্ন আর কি অধিক আমাদিগের লাভ আছে? ৫২॥

নিঃস্বভাবভবভাবনয়া তে সার্ব্বভৌমভবনং বনবাসঃ।
বালিশোহি বিষয়েন্দ্রিয়চৌরৈর্ম্মুষ্যতে স্বভবনেচ বনেচ ॥ ৫৩

স্থূলপ্রাবরণোঽতিবৃত্তকথকঃ কাশাশ্রুলালাবিলো
ভগ্নোরঃকটিপৃষ্ঠজানুদশনো বাচাতিথীন্ বারয়ন্।
শৃণ্বন্ ধৃষ্ণুবধূবচাংসি ধনুষা সন্ত্রাসয়ন্ বায়সান্
আশাপাশনিবদ্ধজীববিভবো বৃদ্ধোগৃহেঽপ্যায়তি ॥ ৫৪

বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং,
গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে,
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্ ॥ ৫৫

বিবেকঃ কি সোপি স্বরসজনিতা যত্র ন কৃপা,
স কিং মার্গো যস্মিন্ন ভবতি পরানুগ্রহরসঃ।
স কিং ধর্ম্মো যত্র স্ফুরতি ন পরদ্রোহবিরতিঃ,
শ্রুতং তদ্বা কিং স্যাদুপশমফলং যন্ন নয়তি ॥ ৫৬

অগ্রে কস্যচিদস্তি কস্যচিদভিতঃ কেনাপি পৃষ্ঠে কৃতঃ
সংসারঃ শিশুভাবযৌবনজরাভাবাবতারাদয়ম্।

সতত সাংসারিক বিষয়ে চিন্তাশীলতাকে যিনি পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে চক্রবর্ত্তী মহারাজের ভবনে বাসও বনবাস তুল্য। কিন্তু যাহারা মোহে আচ্ছন্ন, তাহারা বিষয় ও ইন্দ্রিয়রূপ চৌর কর্ত্তৃক কি ভবন, কি বন, সর্ব্বত্রই সমান প্রবঞ্চিত হইয়া থাকে ॥ ৫৩

হায়, সংসারমুগ্ধ বৃদ্ধের কি দুর্দ্দশা! অতি স্থূল একখানি আচ্ছাদনবস্ত্রে অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া জড়পিণ্ডাকারে উপবেশনপূর্ব্বক তিনি অতীত বৃত্তান্ত সকল কীর্ত্তন করিতেছেন; ক্ষণে ক্ষণে কাশ, অশ্রু ও লালায় মুখমণ্ডল প্লাবিত হইয়া যাইতেছে; কটি, পৃষ্ঠ, বক্ষঃ, জানু, দশন ভগ্ন হইয়া গিয়াছে; সুতরাং কথঞ্চিৎ অস্পষ্ট বাক্য দ্বারাই গৃহাগত অতিথি ভিক্ষুকদিগকে নিবারণ করিতেছেন; মধ্যে মধ্যে ধৃষ্ণুস্বভাবা বধূদিগের কঠোর বাণী কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, আর ধনুঃ প্রদর্শন করিয়া তিনি কাকদিগকে ত্রাসিত করিতেছেন! হায়, শত আশাপাশে জীবন সম্পদ্ এখনও নিবদ্ধ রহিয়াছে! এখনও তাঁহার শান্তিসুখভোগের সময় উপস্থিত হয় নাই! ৫৪ ॥

যাহারা বিষয়ে নিতান্ত আসক্ত, বনে থাকিলেও তাহাদিগের নানা দোষোৎপত্তির সম্ভাবনা আছে, এবং বিষয়ে আসক্তিশূন্য হইলে গৃহে থাকিয়াও পঞ্চেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ ও তপস্যা অসম্ভাবিত নহে। ফলতঃ গর্হিত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আসক্তিশূন্য হইয়া সৎকর্ম্মে নিরত থাকিলে গৃহই তপোবন-তুল্য হইতে পারে ॥ ৫৫ ॥

যাহাতে স্বচ্ছন্দে কৃপাস্রোত প্রবাহিত না হয়, সে বিবেক বিবেকই নহে; যাহাতে পরদুঃখনিবারণে অনুরাগ না জন্মে, সে পন্থা পন্থাই নহে; যাহাতে পরহিংসা প্রবৃত্তির নিবৃত্তি না হয়, সে ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে; এবং যে শাস্ত্রজ্ঞান হইতে শান্তিরূপ ফল উৎপন্ন না হয়, তাহা শাস্ত্রজ্ঞানই নহে ॥ ৫৬ ॥

শৈশব, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের আবির্ভাব বশতঃ এই সংসার কাহারও সম্মুখভাগে প্রসারিত রহিয়াছে, কাহাকেও চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, কাহারও পশ্চাদ্ভাগে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে শিশু উহাকে অদৃষ্টপূর্ব্ব, সুতরাং পরম রমণীয় ভাবিয়া সমাদর করিতে

বালস্তৎদুর্লভতামসুলভং প্রাপ্তো যুবা সেবতাং,
বৃদ্ধস্তদ্বিষয়াদ্বহিষ্কৃত ইব ব্যাবৃত্য কিং পশ্যতি ॥ ৫৭

পুত্রদারাদিসংসারঃ পুংসাং সংমূঢ়চেতসাম্।
বিদুষাং শাস্ত্রসংসারঃ সদ্‌যোগাভ্যাসবিঘ্নকৃৎ ॥ ৫৮

মহতা পুণ্যপণ্যেন ক্রীতেয়ং কায়নৌ স্ত্বয়া।
পারং দুঃখোদধের্গন্তুং ত্বর যাবন্ন ভিদ্যতে ॥ ৫৯

ইতি শান্তিশতকে দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

দিবসরজনীকূলচ্ছেদৈঃ পতদ্ভিরনারতং,
বহতি নিকটে কালঃ-স্রোতঃ সমস্তভয়াবহম্।
ইহ হি পততাং নাস্ত্যালম্বো ন চাপি নিবর্ত্তনং,
তদিহ মহতাং কোঽয়ং মোহঃ যদেষ মদাবিলঃ ॥ ৬০

অবশ্যং যাতারশ্চিরতরমুষিত্বাপি বিষয়া,
বিয়োগে কো ভেদস্ত্যজতি ন জনো যৎ স্বয়মিমান্।
ব্রজন্তঃ স্বাতন্ত্র্যাৎ পরমপরিতাপায় মনসঃ,
স্বয়ং ত্যক্তা হ্যেতে শমসুখমনন্তং বিদধতি ॥ ৬১

পারে; যুবাও দুর্লভবস্তু পাইয়াছে বলিয়া উহার সেবা করিতে পারে; বৃদ্ধ অসামর্থ্য বশতঃ ঐ সংসার বিষয় হইতে বহিষ্কৃতের ন্যায় হইয়াও পুনর্ব্বার তাহার দিকে ফিরিয়া কি নিমিত্ত সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছে?। ৫৭ ॥

যাহারা নিতান্ত মূঢ়চিত্ত, পুত্রদারাদিই তাহাদিগের সংসার এবং উহাই তাহাদিগের যোগাভ্যাসাদির বিঘ্নকৃৎ বা বিঘ্নকারী। আর পণ্ডিতগণের শাস্ত্রই সংসার, এবং উহাই তাঁহাদিগের যোগাভ্যাসের বিঘ্নকৃৎ অর্থাৎ যোগাভ্যাসের যাবতীয় বিঘ্নকে কৃন্তন বা ছেদন করে ॥ ৫৮ ॥

অতিমহৎ পুণ্যরূপ পণ্যদ্বারা এই দেহতরণি ক্রয় করিয়াছ। অতএব যাবৎ উহা ভগ্ন হইয়া না যায়, দুঃখসমুদ্রের পার গমন করিতে যত্নশীল হও ॥ ৫৯ ॥

ইতি শান্তিশতকে বিবেকোদয় নামক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দিবস ও রজনীরূপ তটভূমির সর্ব্বদা নিপাতনে সকলের ভীতিকর রূপধারণ করিয়া এই যে কালস্রোতঃ নিকট দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, ঐ স্রোতোবেগে পতিত হইলে আর কোন অবলম্বনও নাই, উহা হইতে নিবর্ত্তনের কোন উপায়ও নাই। ইহা জানিতে পারিয়াও মহাত্মাদিগের যে মত্ততা-কলুষিত মোহ আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহা বিচিত্র বটে ॥ ৬০ ॥

বিষয় সকল বহুকাল অবস্থিতি করিলেও পরিশেষে নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। এরূপ স্থলে ঐ সকলের বিচ্ছেদে এমন কি প্রভেদ আছে যে লোকে আপনা হইতে ঐ সকল বিষয়াদি পরিত্যাগ করে না? দেখ, ঐ বিষয়গুলিই যদি আপনা হইতে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, আমাদিগের মনে কতই পরিতাপ আসিয়া উপস্থিত হয়; কিন্তু আমরা যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক উহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারি, উহারা অনন্ত শান্তিসুখ বিধান করিয়া বিলীন হইয়া যাইবে ॥ ৬১ ॥

ভবারণ্যং ভীমং তনুগৃহমিদং ছিদ্রবহুলং
বলী কালশ্চৌরো নিয়তমসিতা মোহরজনী।
গৃহীত্বা জ্ঞানাসিং বিরতিফলকং শীলকবচং
সমাধানং কৃত্বা স্থিরতরদৃশো জাগৃত জনাঃ॥ ৬২
গৃহে পর্য্যন্তস্থে দ্রবিণকণমোষং শ্রুতবতা,
স্ববেশ্মন্যারক্ষা ক্রিয়ত ইতি মার্গোঽস্মমুচিতঃ।
নরান্ গেহাদ্দেহাৎ প্রতিদিবসমাকৃষ্য নয়তঃ,
কৃতান্তাৎ কিং শঙ্কা নহি ভবতি রে জাগৃত জনাঃ॥ ৬৩
কে যূয়ং নো বয়মপিচ বঃ কিং ভবামো ভবাব্ধৌ,
কর্ম্মোর্ম্মীণাং বিষমবলনৈঃ ফেণবৎ পুঞ্জিতাঃ স্মঃ।
তৎ ক্ষেপীয়ঃ ক্ষয়িণি বিষয়ে চিন্তমাধায় পুত্রাঃ,
সংসারৈস্তৈর্ব্বিশত জগতামন্তরাত্মন্যনন্তে॥ ৬৪
স্তুতিং কর্ণসুধাং ব্যনক্তু সুজনস্তস্মিন্ন মোদামহে
রুতাং বাচমসূয়কো বিষমুচং তস্মিন্ন খিদ্যামহে।
যা যস্য প্রকৃতিঃ সতাং বিতনুতাং কিন্নস্তয়া চিন্তয়া,
কুর্ম্মস্তৎ খলু কর্ম্ম জন্মনিগড়চ্ছেদায় যজ্জায়তে॥ ৬৫
মন্নিন্দয়া যদি পরঃ পরিতোষমেতি,
নম্বপ্রযত্নসুলভোঽয়মনুগ্রহো মে।

এই সংসার-কানন অতি ভয়ঙ্কর, তাহাতে আমাদের দেহরূপ গৃহও নানা ছিদ্রে পরিপূর্ণ; এদিকে বলবান্ কাল-চৌর সর্ব্বস্থানে পরিভ্রমণ করিতেছে, মোহরূপ রজনীও তিরান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিয়া ভয় উৎপাদন করিতেছে। অতএব জনগণ সত্বরে জাগরিত হও, জাগরিত হইয়া জ্ঞানরূপ তরবারি, বিরতিরূপ ফলক ও চারিত্র্যরূপ বর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সমাহিত চিত্তে স্থিরদৃষ্টি হইয়া থাক॥ ৬২॥

পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিবেশীর গৃহে চৌর প্রবেশিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, ইহা শুনিয়া বিলক্ষণরূপে স্বগৃহের রক্ষণাবেক্ষণে মনোনিবেশ করিয়াছ, ইহা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু কৃতান্তরূপ যে দুর্জ্জয় দস্যু দেহরূপ গেহ হইতে মনুষ্যদিগকে বলপূর্ব্বক প্রতিদিবস আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাহইতে তোমাদিগের কি আশঙ্কা হয় না? অতএব জনগণ, জাগরিত হও, অবিলম্বে মোহনিদ্রা পরিহার কর॥ ৬৩॥

পুত্রগণ, তোমরা আমাদিগের কে এবং আমরাই বা তোমাদিগের কে? পরস্পর কেহই কাহার নহি, ভবসমুদ্রে যে প্রবল কর্ম্মরূপ কল্লোলমালা প্রবাহিত হইতেছে, তাহারই বিষম সঙ্ঘট্টনে ফেণরাশির ন্যায় আমরা একত্র পুঞ্জীকৃত হইয়াছি মাত্র। বিষয় সকল যখন এইরূপ ক্ষয়শীল, তখন তোমরা অবিলম্বে চিত্ত সমাধান পূর্ব্বক নিখিল জগতের অন্তরাত্মস্বরূপ সেই অনন্ত ব্রহ্ম পদার্থে সর্ব্বপ্রযত্নে নিবিষ্ট হও॥ ৬৪॥

সাধুজন কর্ণামৃত স্বরূপ মধুর বাক্য প্রয়োগ করুন, তাহাতেও আমি সন্তুষ্ট নহি, অসূয়াপরায়ণ দুর্জ্জন বিষবর্ষিণী বাণী প্রয়োগ করুন, তাহাতেও আমি দুঃখিত নহি। যাহার যে প্রকৃতি সে তাহাই প্রকাশ করুক, আমাদের সে চিন্তায় প্রয়োজন কি? আমরা সেইরূপ কর্ম্ম করিতে থাকি, যাহা জন্মরূপ শৃঙ্খলের ছেদনে সমর্থ হইবে॥ ৬৫॥

আমার নিন্দায় যদি কেহ পরিতোষ প্রাপ্ত

শ্রেয়োর্থিনো হি পুরুষাঃ পরতুষ্টিহেতো-
র্দুঃখার্জ্জিতান্যপি ধনানি পরিত্যজন্তি॥ ৬৬
কশ্চিৎ পুমান্ ক্ষিপতি মামতিরুক্ষবাক্যৈ,
সোহং ক্ষমাভবনমেত্য মুদং প্রযামি।
শোকং ব্রজামি পুনরেষ যত স্তপস্বী
চারিত্র্যতঃ স্খলিতবানিতি মন্নিমিত্তম্॥ ৬৭
স্বধর্ম্মপীড়ামবিচিন্ত্য যোহয়ং মৎপাপশুদ্ধ্যর্থমিহ প্রবৃত্তঃ।
নচেৎ ক্ষমামপ্যহমস্য কুর্য্যাং মত্তঃ কৃতঘ্নো বদ কীদৃশোহন্যঃ। ৬৮

নশ্বাত্মন্যবধীয়তাং গৃহসুখাদ্বিরাগ্যমাধীয়তাং,
বন্ধুভ্যোব্যবধীয়তাং সুরসরিত্তীরে সদা স্থীয়তাম্।
ভিক্ষার্থং ব্যবসীয়তাং সমুচিতং সংকর্ম্ম সঞ্চীয়তাং,
বিষ্ণুশ্চেতসি ধীয়তাং পরতরং ব্রহ্মানুসন্ধীয়তাম্॥ ৬৯

যৎ ক্ষান্তিঃ সময়ে শ্রুতিঃ শিব শিবেত্যুক্তি র্মনোনির্বৃতি
র্ভৈক্ষেচাভিরুচির্গৃহেষু বিরতিঃ শশ্বৎ সমাধৌ রতিঃ।
একান্তে বসতি গুরূন্ প্রতি নতিঃ সদ্ভিঃ সমং সঙ্গতিঃ,
সত্ত্বে প্রীতিরনঙ্গনির্জ্জিতিরসৌ সন্মুক্তিমার্গে স্থিতিঃ॥ ৭০

সম্ভোগাদ্বিষয়ামিষস্য পরিতঃ স্তৈমিত্যমস্তাখিল-
জ্ঞানোন্মেষতয়া কথং তব ভবেদাস্পদং দেহিনঃ।

হন, তাহা হইলে আমি তো তাহা আমার প্রতি তাঁহার অযত্নলভ্য অনুগ্রহ বিশেষ বলিয়া মনে করি। দেখ শুভাকাঙ্ক্ষী লোকেরা পরের সন্তোষ সাধনের নিমিত্ত কতদুঃখে উপার্জ্জিত ধনরাশিও পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। আমি বিনা প্রয়াসেই সেই পর-পরিতোষ সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইলাম॥ ৬৬॥

কেহ যদি আমার প্রতি অতিরুক্ষ বাক্য প্রয়োগ করেন, আমি ক্ষমাগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাতে সন্তোষই প্রকাশ করিব। কিন্তু এই কারণে দুঃখিত হইব যে হায় এই নির্দ্দোষ ব্যক্তি আমার নিমিত্ত আপন চারিত্র্য হইতে স্খলিত হইলেন!॥ ৬৭॥

যে ব্যক্তি আপনার ধর্ম্মভ্রংশের বিষয়ে চিন্তা মাত্র না করিয়া আমার পাপ শোধনের নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আমি তাঁহার প্রতি যদি ক্ষমা প্রদর্শন না করি, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা কৃতঘ্ন এ জগতে আর কে আছে?॥ ৬৮॥

এক্ষণে জনগণ, তোমরা আত্মতত্ত্বে অনুরাগ ও গৃহসুখে বিরাগ, বন্ধুগণ হইতে ব্যবধান ও জাহ্নবী তীরে সন্নিধান, ভিক্ষান্ন মাত্রে ব্যবসায়, সৎকর্ম্মরাশির সঞ্চয়, হৃদয়ে হরিধ্যান ও সতত পরব্রহ্মের অনুসন্ধান অবলম্বন কর॥ ৬৯॥

ক্ষান্তি অর্থাৎ শীতোষ্ণ, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা, যথাকালে বেদাধ্যয়ন, মুখে শিবনাম সঙ্কীর্ত্তন, চিত্তের নির্ব্বৃতি, ভিক্ষান্নে প্রবৃত্তি, সংসারাশ্রমে বিরতি, সর্ব্বদা সমাধিতে মতি, নির্জন স্থানে বসতি, গুরুর প্রতি প্রণতি, সাধুজনের সহিত সঙ্গতি, সর্ব্বভূতে প্রীতি ও কন্দর্পের বশীকৃতি, এই সকলই মুক্তিমার্গে অবস্থিতির লক্ষণ॥ ৭০॥

ইতস্ততঃ বিষয়রূপ লোভনীয় দ্রব্যের উপভোগে শ্রবণ, মননাদি নিখিল তত্ত্বজ্ঞানের উন্মেষ অস্তমিত হওয়ায় নিতান্ত জড়তা উপস্থিত হইয়াছে। অতএব হে দেহিন্, কিরূপে তোমার পরমাত্মরূপ আস্পদ লাভ হইবে? যাহাহউক, সেই পরমাত্মরূপ পরমপদ প্রাপ্তিই সর্ব্বথা তোমার প্রয়োজনীয়। কিন্তু বিষয়রূপ

সাধ্যং তদ্ধি তদেব সাধনমিতো ব্যাবৃত্তিরেবামিষাৎ
তস্যাং জ্যোতিরুদেত্যনিন্ধন মিদং দোষত্রয়ং ধক্ষ্যতি ॥ ৭১

বুদ্ধেরগোচরতয়া ন গিরাং প্রচারো, দূরে গুরুপ্রথিতবস্তুকথাবতারঃ।
তত্ত্বং ক্রমেণ করুণাদিগুণাবদাতে,শ্রদ্ধবতাং হৃদি পদং স্বয়মাদধাতি ॥৭২

দুঃখাঙ্গারকতীব্রঃ সংসারোয়ং মহানসো গহনঃ।
ইহ বিষয়ামিষলালস মানস-মার্জ্জার মা নিপত ॥ ৭৩

আদিত্যস্য গতাগতৈ রহরহঃ সংক্ষীয়তে জীবনং,
ব্যাপারৈর্ব্বহুকার্য্যকারণশতৈঃ কালোপি ন জ্ঞায়তে।
দৃষ্ট্বা জন্মজরাবিয়োগমরণং ত্রাসশ্চ নোৎপদ্যতে,
পীত্বা মোহময়ীং প্রমোদমদিরামুন্মত্তভূতং জগৎ ॥৭৪

অরে চেতোমৎস্য ভ্রমণমধুনা যৌবনজলে
ত্যজ ত্বং স্বচ্ছন্দং যুবতিজলধৌ পশ্যসি ন কিং।
তনূজালীজালং স্তনযুগলতুম্বীফলযুতং
মনোভূঃ কৈবর্ত্তঃ ক্ষিপতি রতিতন্তু প্রতিমুহুঃ ! ৭৫

তরুণিমসঞ্চারস্তে তস্যাঃ শরীরসরোবরং
সরভস-মনোহংসশ্রেণি প্রয়াসি কথং পুনঃ।
শ্রবণ-লতিকাপার্শ্বে পাশৌ প্রসারিত-পাতিতৌ,
হতবিধিবশাদ্বক্রায়াক্ষো ন পশ্যতি কিং ভবান্ ॥ ৭৬

আমিষ দ্রব্য হইতে ঐকান্তিকী চিত্তনিবৃত্তিই ঐ পরমপদ লাভের উপায়। কেননা, উক্ত চিত্তনিবৃত্তি সম্পাদিত হইলে ইন্ধন-নিরপেক্ষ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ জ্ঞানজ্যোতিঃআবির্ভূত হইবে; এবং অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশি ভস্মীভূত করে, তেমনি উক্ত জ্ঞানাগ্নি কায়িকাদি পাপত্রয় ভস্মীভূত করিবে ॥ ৭১ ॥

গুরুকর্তৃক বিস্তারিত তত্ত্বকথার স্ফুরণ হওয়া দূরে থাকুক, জ্ঞানের অগোচর বলিয়া তথায় বাক্যেরই অবসর হয় না। তবে শাস্ত্রার্থে যাঁহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তাঁহাদিগের হৃদয় ক্ষমা, ভূতহিতৈষা প্রভৃতি গুণযোগে সুনির্ম্মল হইলে, তথায় ঐ ব্রহ্মপদার্থ ক্রমে ক্রমে আপনিই আসিয়া পদার্পণ করে।৭২

এই সংসাররূপ পাকশালা দুঃখরূপ জ্বলন্ত অঙ্গারে আকীর্ণ। হে হৃদয়, তুমি আমিষলোলুপ মার্জ্জারের ন্যায় বিষয়লোলুপ হইয়া ঐ স্থানে প্রবেশ পূর্ব্বক অকারণে নিদারুণ দাহক্লেশ উপভোগ করিও না। ৭৩।

দিবাকরের যাতায়াতে অহরহঃ জীবন ক্ষয় হইতেছে। নানাকার্য্যকারণময় নানাব্যাপারে লিপ্ত থাকায় কি প্রকারে কোথা দিয়া কাল চলিয়া যাইতেছে, তাহাও জানা যাইতেছে না। জন্ম, জরা, বিরহ ও মরণ সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিয়াও তাহাতে ভয়ের সঞ্চার হইতেছে না। হায়, কি এক মোহময়ী প্রমোদ-মদিরা পান করিয়া সমস্ত জগৎ যেন উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছে ! ৭৪।

অরে চিত্তমীন, তুমি যুবতীরূপজলনিধির যৌবনরূপজলরাশিমধ্যে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ পরিত্যাগ কর। দেখিতেছ না, অনুরাগরূপ আকর্ষণ-রজ্জু ধারণপূর্ব্বক কন্দর্পরূপ কৈবর্ত্ত যুবতিজলনিধির ঐ যৌবন-সলিলোপরি স্তনযুগলরূপ তুম্বীদলবিশিষ্ট লোমাবলিরূপ অপূর্ব্ব জাল প্রতিক্ষণে নিক্ষেপ করিতেছে ? ৭৫।

অয়ে মানস হংস শ্রেণি, তোমরা কামিনীগণের বিষম যৌবনারম্ভকালে তাহাদের শরীররূপ সরোবরে বিলাসার্থ কি নিমিত্ত সহর্ষে ধাবিত হইয়াছ ? হতবিধির বিড়ম্বনায় তোমরা

বিষয়বিষধরাণাং দোষদংষ্ট্রোৎকটানাং
বিষমবিষবিষঙ্গব্যক্তদুশ্চেষ্টিতানাম্
বিরম বিরম চেতঃ সন্নিধানাদমীষাং
সুখকণমণিহেতোঃ সাহসং মাস্ম কার্ষীঃ ॥ ৭৭

একীভূয় স্ফুটমিব কিমপ্যাচরদ্ভিঃ প্রলীনৈ-
রেভির্ভূতৈঃ স্মর কতি কৃতাঃ স্বান্ত তে বিপ্রলম্ভাঃ।
তস্মাদেষাং ত্যজ পরিচয়ং চিন্তয় স্ব-বস্থা
মাভাবস্তে কিমু ন বিদিতঃ পণ্ডিতঃ খণ্ডিতঃ স্যাৎ ॥ ৭৮

পাতালমাবিশসি যাসি নভো বিলঙ্ঘ্য,
দিঙ্মণ্ডলং ব্রজসি মানস চাপলেন।
ভ্রান্ত্যাতু জাতু বিমলং ন তদাত্মনীনং
তদ্ব্রহ্ম সংস্মরসি নির্বৃতিমেষি যেন ॥ ৭৯

ধূর্ত্তৈরিন্দ্রিয়নামভিঃ প্রণয়িতামাপাদয়দ্ভিঃ স্বয়ং
সম্ভোক্তুং বিষয়ামিষং কিল পুমান্ সৌখ্যাশয়া বঞ্চিতঃ।
তৈঃ শেষে কৃতকৃত্যতামুপগতৈরৌদাস্য মালম্বিতং
সংপ্রত্যেষ বিধের্নিয়োগবশগঃ কর্ম্মান্তরৈর্ব্বধ্যতে ॥ ৮০

কি এমনই অন্ধ হইয়া গিয়াছ, যে তোমাদিগের বন্ধনের নিমিত্ত উহাদিগের শ্রবণলতিকার পার্শ্বে ভ্রূযুগলরূপ পাশ যে প্রসারিতভাবে পাতিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা কিছুই দেখিতে পাইতেছ না? ৭৬।

হে চিত্ত, এই যে বিষয়রূপ বিষধরগণ, যাহারা দোষরাশিরূপ দন্ত-শ্রেণীতে উৎকট মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, বিষম বিষের সংস্রবহেতু যাহাদিগের কুটিল অভিপ্রায় সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছে, ইহাদিগের সন্নিধান হইতে দূরে প্রস্থান কর; অকিঞ্চিৎকর সুখলেশরূপ মণি-খণ্ডের লালসায় দুঃসাহস কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না। ৭৭।

এই যে পৃথিব্যাদি ভূতপঞ্চক পরস্পর সম্মিলিত হইয়া কত কি আচরণ পূর্ব্বক অলক্ষ্য-ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, হে হৃদয়, ইহারা তোমায় কতবার প্রবঞ্চনা করিয়াছে, স্মরণ হয় কি? অতএব ঐ পুত্রদারাদি-বেশধারী ভূত-নিচয়ের সহিত পরিচয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনি আপনার ব্যবস্থা চিন্তা কর। উহারা যে বাস্তব পদার্থ নহে, আভাস মাত্র, ইহা কি অদ্যাপি অবগত হইতে পার নাই? কেন, লোকে একবার কোন বিষয়ে খণ্ডিত হইলেই তো বারান্তরে সে বিষয়ে পণ্ডিত হইয়া থাকে? ৭৮।

হে হৃদয়, তুমি চপলতাবশতঃ কখনও পাতালে প্রবেশ করিতেছ, কখনও আকাশ লঙ্ঘন করিয়া উত্থিত হইতেছ, কখনও চতুর্দ্দিকে যথা ইচ্ছা পরিভ্রমণ করিতেছ। কিন্তু প্রকৃত আত্মহিতকর সেই পরম পবিত্র ব্রহ্ম-পদার্থ ভ্রান্তিক্রমেও একবার স্মরণ করিতেছ না, যাঁহার স্মরণে তৎক্ষণে অপূর্ব্ব নির্ব্বৃতি লাভে সমর্থ হও। ৭৯।

ইন্দ্রিয় নামধারী ধূর্ত্তগণ স্বয়ং রূপরসাদি বিষয় উপভোগ করিবার নিমিত্ত কৃত্রিম প্রণয় স্থাপন পূর্ব্বক মনুষ্যদিগকে সুখের আশায় বঞ্চিত করে। ভোগশেষ হইলে মনুষ্যের বৃদ্ধাবস্থায় ঐ ধূর্ত্তেরা কৃতকার্য্য হইয়া যাবতীয় বিষয়ে ঔদাস্য অবলম্বন করে, অথচ বিধির নিয়োগ বশবর্ত্তী ঐ ব্যক্তিগণ ইহজন্মের উপার্জ্জিত কর্ম্ম জালে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ৮০।

দৈবে সমর্প্য চিরসঞ্চিতমোহজালং
স্বস্থাঃ সুখং বসত কিং পরযাচনাভিঃ।
মেরুং প্রদক্ষিণয়তোঽপি দিবাকরস্য
তে তস্য সপ্ততুরগা ন কদাচিদষ্টৌ ॥ ৮১

আকাশমুৎপততু গচ্ছতু বা দিগন্ত-
মম্ভোনিধিং বিশতু তিষ্ঠতু বা যথেষ্টম্।
জন্মান্তরার্জ্জিতশুভাশুভকৃন্নরাণাং
ছায়েব ন ত্যজতি কর্ম্ম ফলানুবন্ধি ॥ ৮২

উপশমফলাদ্বিদ্যাবীজাৎ ফলং ধনমিচ্ছতাং
ভবতি বিফলোযং প্রারম্ভস্তদত্র কিমদ্ভুতম্।
নিয়তবিষয়া হ্যেতে ভাবা ন যান্তি বিপর্য্যয়ং
জনয়তি যতঃ শালে র্বীজং ন জাতু যবাঙ্কুরম্ ॥ ৮৩

যদেতে সাধূনামুপরি বিমুখাঃ সন্তি ধনিনো,
নচৈষাবজ্ঞৈষামপিতু নিজবিত্তব্যয়ভয়ম্।
অতঃ খেদোহস্মিন্ন পরমনুকম্পৈব ভবতি,
স্বমাংসত্রস্তেভ্যঃ ক ইহ হরিণেভ্যঃ পরিভবঃ ॥ ৮৪

তস্মাদনন্তমজরং পরমং বিকাশি
তদ্ব্রহ্ম বাঞ্ছত বুধা যদি চেতনাস্তি।
যস্যানুষঙ্গত ইমে ভুবনাধিপত্য-
ভোগাদয়ঃ কৃপণজন্তুগতা বিভান্তি ॥ ৮৫

পুত্রদারাদি চিরসঞ্চিত মোহবন্ধন দৈবে সমর্পণ পূর্ব্বক সুস্থ হইয়া সুখে বাস কর। পরোপাসনায় দ্বারে দ্বারে ভ্রমণপূর্ব্বক কেন বৃথা কষ্ট পাও? দেখ, যে সূর্য্যদেব সুমেরুকে প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করেন, তাঁহারও সেই সাতটী অশ্বই রহিয়াছে, কখনও আটটি হইল না। ৮১।

মনুষ্য আকাশে উত্থিত হউক, দিগন্তে গমন করুক, সমুদ্রে প্রবেশ করুক, অথবা যে কোন স্থানে অবস্থিতি করুক, পূর্ব্বজন্মে উপার্জ্জিত সৎ বা অসৎ কর্ম্ম ছায়ার ন্যায় তাহার সঙ্গ কখনই পরিত্যাগ করে না, সে যথাসময়ে উহার শুভ বা অশুভফল উৎপন্ন করিবেই করিবে। কোন স্থানে যাইয়াই তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। ৮২।

উপশম যাহার ফল, সেই বিদ্যাবীজ হইতে যাহারা ধনরূপ ফলের প্রত্যাশা করেন, তাঁহাদিগের সেই উদ্যম যে বিফল হইবে, ইহাতে বিচিত্রতা কি? যাহার যে বিষয় নিয়ত আছে, সেই পদার্থ সকল কখনও তাহা হইতে বৈপরীত্য প্রাপ্ত হয় না। দেখ, শালিধান্যের বীজ বপন করিলে তাহা হইতে কখনও যবের অঙ্কুর উদ্ভূত হয় না ॥ ৮৩ ॥

এই সকল ধনিজন যে সাধুদিগের উপরি বিমুখ হইয়া থাকে, উহা তাহাদিগের অবজ্ঞাপ্রযুক্ত নহে, নিজ অর্থ ব্যয়ের আশঙ্কাই উহার কারণ। অতএব উহাতে মনঃ ক্লেশের বিষয় কিছুই নাই, বরং উহাতে তাহাদিগের প্রতি কৃপারই উদয় হয়। হরিণ যদি নিজ মাংস-ভক্ষক লোকদিগের নিকট হইতে ভীত হয় ও বিমুখ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করে, তাহা হইলে তাহাতে আর ঐ ব্যক্তিদিগের পরিভব কি আছে? ৮৪ ॥

অতএব হে বিজ্ঞগণ, যদি তোমাদিগের

লক্ষ্মীর্নির্বৃতিমেতি হীনচরিতৈর্যৈরেব তচ্ছিক্ষয়া
কিং নাদ্যৈব করোমি তামনুচরীং বামাং সকামামপি।
ব্রহ্মাণ্ডে নিপতত্যপি স্খলতি ন প্রায়েণ যেষাং মন
স্তেষামার্য্যমনস্বিনামনুপদং গন্তাস্মি নাহং যদি ॥ ৮৬

লব্ধাঃ শ্রিয়ঃ সকলকামদুঘা স্ততঃ কিং
সন্তর্পিতাঃ প্রণয়িনো বিভবৈ স্ততঃ কিম্
কল্পংস্থিতং তনুভৃতাং তনুভি স্ততঃ কিং,
ন্যস্তং পদং শিরসি বিদ্বিষতাং ততঃ কিম্? ॥ ৮৭

নিষ্কন্দাঃ কিমু কন্দরোদরভুবঃ ক্ষীণাস্তরূণাং ত্বচঃ,
কিং শুষ্কাঃ সরিতঃ স্ফুরদ্‌গুরুগিরিগ্রাবস্খলদ্বীচয়ঃ।
প্রত্যুত্থানমিতস্ততঃ প্রতিদিনং কুর্ব্বদ্ভিরূদ্‌গ্রীবিভি
র্যদ্দ্বারার্পিতদৃষ্টিভিঃ ক্ষিতিভুজাং বিদ্বদ্ভিরপ্যাস্যতে ॥ ৮৮

পাণিঃ পাত্রং পবিত্রং ভ্রমণপরিগতং ভৈক্ষ্যমক্ষয্যমন্নং
বস্ত্রং বিস্তীর্ণমাশাদশকমপমলং তল্পমস্বল্পমুর্ব্বী।
যেষাং নিঃসঙ্গতাঙ্গীকরণপরিণতিঃ স্বান্তসন্তোষিণস্তে
ধন্যাঃ সংন্যস্তদৈন্যব্যতিকরনিকরাঃ কর্ম্ম নির্ম্মূলয়ন্তি ॥ ৮৯

চৈতন্য থাকে, তাহা হইলে অনন্ত, অবিনাশী, নিত্য পরিপূর্ণ পরমব্রহ্ম পদার্থেরই কামনা কর। যাঁহার সংস্রব লাভ হইলে এই যে ভুবনাধিপত্য ভোগাদি, ইহার ভোক্তাদিগকেও দীন প্রাণী বলিয়া তোমাদিগের বিবেচনা হইবে ॥৮৫

যে সকল হীনচরিত্র ব্যক্তির নিকট চঞ্চলা লক্ষ্মীও সুস্থিরতা প্রাপ্ত হন, তাহাদিগের শিক্ষানুসারে আমি কি এখনিই লক্ষ্মীকে সকামা রমণীর ন্যায় অনুচরী করিতে পারি না? কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড প্রলয় প্রাপ্ত হইলেও যাঁহাদের অন্তঃকরণ বিচলিত হয় না, সেই আর্য্য মনস্বীদিগের অনুসরণে আমার যদি প্রবৃত্তি না হইত, তাহা হইলেই তাহা পারিতাম। উভয়বিধ ব্যক্তিদিগের হেয়োপাদেয়তা বিবেচনা করিয়া আমি আর কখনই তাহা করিতে সমর্থ নহি ॥ ৮৬ ॥

সর্ব্বকামপ্রদ লক্ষ্মীকে আপন গৃহে বদ্ধ রাখিলে, তাহার পর কি? বিভব রাশির দ্বারা প্রণয়িগণকে পরিতৃপ্ত করিলে, তাহার পর কি করিতে হইবে? সমস্ত শত্রুর শিরে যেন পদার্পণ করিলে, তাহার পর কি? শরীরীদিগের শরীর না হয় প্রলয়কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইল, তাহা হইলেই বা কি? ৮৭ ॥

পর্ব্বতের কন্দরভূমি কি কন্দমূলাদিশূন্য হইয়াছে? বৃক্ষের বল্কল কি এককালে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে? আর সেই গিরি নদী সকল, যাহাদের প্রবলধারা প্রকাণ্ড পাষাণ খণ্ডসমূহে স্খলিত হইয়া বেগে প্রবাহিত হইতেছে, তাহারাও কি একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? তাহা না হইলে এই যে পণ্ডিতমণ্ডলী প্রতিদিন ইতঃস্ততঃ অভ্যুত্থানপূর্ব্বক রাজদ্বারে নিয়ত দৃষ্টি সমর্পণ করিয়া রাজগণের দর্শন লালসায় ঊর্দ্ধগ্রীব হইয়া রহিয়াছে, ইহার কারণ কি? ৮৮॥

যাঁহারা সঙ্গপরিত্যাগের পরিণামস্বরূপ স্বকীয় হস্তকে পবিত্র পাত্র বলিয়া বিবেচনা করিয়া লইয়াছেন, ভ্রমণলব্ধ ভিক্ষান্নকে প্রচুর অন্ন বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন, সুবিস্তীর্ণ দশদিক্‌ই যাঁহার বস্ত্র ও বিশাল পৃথিবীই যাঁহার নির্ম্মল শয্যাস্বরূপে পরিণত হইয়াছে, সেই চিত্ত-সন্তোষকারী, দৈন্যসম্পর্ক-পরিহারী মহাত্মারাই ধন্য, তাঁহারাই বাস্তবিক কর্ম্মরাশি নির্ম্মূল করিতেছেন ॥৮৯ ॥

কামং শীর্ণপলাশপত্ররচিতাং কন্থাং দধানো বনে,
কুর্য্যামম্বুভিরপ্যযাচিত-সুখৈঃ প্রাণানুবন্ধস্থিতিম্।
সাঙ্গগ্লানি সবেপিতং সচকিতং সম্বেদদাহজ্বরং
বক্তুং নত্বহমুৎসহে সুকৃপণং দেহীতি দীনং বচঃ॥ ৯০

সত্যং বক্তুমশেষমস্তি সুলভা বাণী মনোহারিণী
দাতুং দানবরং শরণ্যমভয়ং স্বচ্ছং পিতৃভ্যো জলম্
পূজার্থং পরমেশ্বরস্য বিমলঃ স্বাধ্যায়যজ্ঞঃ পরং
ক্ষুদ্ব্যাধেঃ ফলমূলমস্তি শমনং দোষাত্মকৈঃ কিং ধনৈঃ॥ ৯১

সন্তি স্বাদুফলা বনেষু তরবঃ স্বচ্ছং পয়ো নৈর্ঝরং
বাসো বল্কলমাশ্রয়ো গিরিগুহা শয্যা লতাপল্লবাঃ।
আলোকায় নিশাসু চন্দ্রকিরণাঃ সখ্যং কুরঙ্গৈঃ সহ
স্বাধীনে বিভবেপ্যহো নরপতিং সেবন্ত ইত্যদ্ভুতম্॥ ৯২

মহাশয্যা ভূমির্ম্মস্থণমুপধানং ভুজলতা
বিতানঞ্চাকাশং ব্যজনমনুকূলোঽয়মনিলঃ।
স্ফুরচ্চন্দ্রোদীপঃ স্বধৃতিবনিতাসঙ্গমুদিতঃ
সুখং শান্তঃ শেতে ন খলু ভবভীতো নৃপ ইব॥ ৯৩

ধৈর্য্যং যস্য পিতা ক্ষমাচ জননী শান্তিশ্চিরং গেহিনী
সত্যং সুনুরয়ং দয়াচ ভগিনী ভ্রাতা মনঃ-সংযমঃ।

শীর্ণপলাশপত্র দ্বারা প্রস্তুত কন্থা স্বচ্ছন্দে ধারণপূর্ব্বক অপ্রার্থিত-লভ্য জলাঞ্জলি পান করিয়াও অরণ্য মধ্যে কোনরূপে জীবন ধারণ করিব, তথাপি "দেহি" এই দীনবাক্য, যে বাক্য বলিবার সময় শরীর বিবর্ণ হয় ও সঙ্গে সঙ্গে কম্প, ভয়, স্বেদ ও দাহজ্বর আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা আমি বলিতে কখনই সমর্থ নহি॥ ৯০॥

সত্য বলিবার নিমিত্ত মনোহারিণী বিস্তর কথা অনায়াসে পাওয়া যায়। দান করিবার নিমিত্ত শরণাগত লোকের উদ্দেশে অভয় এবং পিতৃগণের উদ্দেশে নির্ম্মল জলাঞ্জলি শ্রেষ্ঠদান, সন্দেহ নাই। জগদীশ্বরের পূজার নিমিত্ত পবিত্র বেদ পাঠরূপ যজ্ঞও শ্রেষ্ঠকল্প। ক্ষুধারূপ ব্যাধির উপশমের নিমিত্ত ফল মূলাদিও দুর্ল্লভ নহে, ক্লেশাত্মক ধনে প্রয়োজন কি? ৯১॥

অরণ্যে স্বাদুফলশালী বৃক্ষের অভাব নাই; নির্ঝরে নির্ম্মল জলও যথেষ্ট আছে; বস্ত্রের নিমিত্ত বল্কল, আশ্রয়ের নিমিত্ত গিরিগুহা, শয্যার নিমিত্ত লতাপল্লব, দুর্ল্লভ নহে; রাত্রিতে আলোকের নিমিত্ত চন্দ্রকিরণ এবং সর্ব্বদা সুহৃৎসঙ্গের নিমিত্ত কুরঙ্গযূথও অপ্রাপ্য নহে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এই সকল স্বাধীন সম্পত্তি থাকিতেও লোকে নিকৃষ্ট রাজসেবায় সমস্ত জীবন অতিবাহিত করে! ৯২॥

সংসার-কাতর নৃপতিগণ যেমন নিদ্রাকালেও নিরুদ্বেগ হইতে পারেন না, শান্তচিত্ত সাধু-ব্যক্তিকে কখনই সেরূপ হইতে হয় না। কেননা ভূতলই তাঁহার মহাশয্যা, হস্তই তাঁহার উপধান, আকাশই তাঁহার চন্দ্রাতপ, অনুকূল বায়ুই তাহার ব্যজন, দীপ্যমান চন্দ্রই তাঁহার প্রদীপ। তিনি এইরূপ পরিকর-পরিবৃত ও স্বকীয় ধৃতিরূপা বনিতার সংসর্গে প্রীত হইয়া ভবভীতি দূরে পরিহার পূর্ব্বক নিরুদ্বেগে নিদ্রিত হয়েন॥ ৯৩॥

ধৈর্য্য যাহার পিতা, ক্ষমা যাহার জননী, শান্তি যাহার চিরসঙ্গিনী, সত্য যাহার পুত্র, দয়া ভগিনী, মনঃসংযম ভ্রাতা, ভূমিতল শয্যা, দশ

শয্যা ভূমিতলং দিশোপি বসনং জ্ঞানামৃতং ভোজনং,
এতে যস্য কুটুম্বিনো বদ সখে কস্মাদ্ভয়ং যোগিনঃ ॥ ৯৪

ধিক্ ধিক্ তান্ কৃমিনির্ব্বিশেষবপুষঃ স্ফূর্জ্জন্মহাসিদ্ধয়ো
নিস্পন্দীকৃতশান্তয়োপি চ তমঃকারাগৃহেহ্বাসতে।
তং বিদ্বাংসমহং ব্রুবে করপুটীভিক্ষান্নশাকেপি বা,
বালাবক্ত্রসরোজিনীমধুনি বা যস্যাবিশেষো রসঃ ॥ ৯৫

মাতর্লক্ষ্মি ভজস্ব কঞ্চিদপরং মৎকাঙ্ক্ষিণী মাস্মভূ,
র্ভোগেভ্যঃ স্পৃহয়ালব স্তব বশাঃ কা নিস্পৃহানামসি।
সদ্যঃ শীর্ণপলাশপত্রপুটিকাপাত্রে পবিত্রীকৃতে
ভিক্ষাশক্তুভিরেব সম্প্রতি বয়ং বৃত্তিং সমীহামহে। ৯৬

জিহ্বে লোচননাসিকে শ্রবণ হে ত্বক্‌চাপি নো বার্য্যসে
সর্ব্বেভ্যোঽহস্ত নমস্কৃতাঞ্জলিরহং সপ্রশ্রয়ং প্রার্থয়ে।
যুষ্মাকং যদি সম্মতং তদধুনা নাত্মানমিচ্ছাম্যহং
হোতুং ভূমিভুজাং নিকারদহনজ্বালাকরালে গৃহে।॥ ৯৭

গতঃ কালো যত্র প্রণয়িনি ময়ি প্রেমকুটিলঃ,
কটাক্ষঃ কালিন্দীলঘুলহরীবৃত্তিঃ প্রভবতি।
ইদানীমস্মাকং জরঠকমঠীপৃষ্ঠকঠিনা
মনোবৃত্তি স্তৎ কিং ব্যসনিনি মুধৈব ক্ষপয়সি ॥ ৯৮

দিক্‌ই বস্ত্র, জ্ঞানামৃত ভোজন, সেই যোগি-জনের কতগুলি কুটুম্ব, বিবেচনা করিয়া দেখ। হে সখে, এরূপ সহায়বান্ ব্যক্তিকে আর কাহা হইতে ভয় করিতে হইবে? ॥ ৯৪ ॥

যাহারা যোগবলে অবিচলিত শান্তিলাভ করিয়াও বিভবাদি মহাসিদ্ধি সম্ভোগের নিমিত্ত তমোময় সংসার-কারাগৃহে অবস্থিতি পরিত্যাগ করিতে পারে না, কৃমি-নির্ব্বিশেষ-শরীর সেই পুরুষদিগকেও ধিক্। আমি তাঁহাকেই বিদ্বান্ বলিয়া সম্মান করি, যাঁহার করপুট-ভিক্ষায় সঞ্চিত শাকান্নে এবং ষোড়শী রমণীর মুখপদ্ম নিঃসৃত মকরন্দে অবিশেষ স্বাদ-গ্রহ হইয়া থাকে ॥ ৯৫ ॥

অয়ি মাতঃ লক্ষ্মি, তুমি অন্য কাহাকেও ভজনা কর, আমার আকাঙ্ক্ষিণী হইওনা। যাহারা ভোগস্পৃহার পরবশ, তাহারাই তোমার বশীভূত হইয়া থাকে, নিস্পৃহ ব্যক্তির তোমায় কি প্রয়োজন? এক্ষণে আমি সদ্যো-বিগলিত পলাশপত্রে পবিত্র পাত্র নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাতে ভিক্ষালব্ধ শক্তু সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সচেষ্ট হইয়াছি ॥ ৯৬

অয়ি জিহ্বানাসিকাচক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়পঞ্চক, তোমাদিগকে আমি নিবারণ করিতেছি না, বরং সকলের উদ্দেশে নমস্কার পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে এই প্রার্থনা করিতেছি যে তোমাদিগের যদি অভিমত হয়, তাহাহইলে আমি নৃপতি দিগের অবজ্ঞা রূপ দুঃসহ অগ্নিজ্বালাময় গৃহে এক্ষণে আর আত্মাকে আহুতি প্রদান করিতে ইচ্ছা করিনা ॥ ৯৭ ॥

অয়ি ব্যসনবতি, যেকালে তোমার প্রেম-কুটিল কটাক্ষ কালিন্দীর তরল তরঙ্গলীলা অনু-করণ করিয়া এই প্রণয়িজনের উপর আত্ম প্রভাব প্রকাশ করিত, সে কাল গত হইয়াছে। এক্ষণে আমার মনোবৃত্তি প্রবীণা কমঠীর পৃষ্ঠ দেশের ন্যায় কঠিন হইয়াছে; অতএব কেন আর ঐ সকল বৃথা ক্ষেপণ করিতেছ ॥ ৯৮ ॥

যদাসীদজ্ঞানং স্মরতিমিরমোহান্ধজনিতং,
তদা দৃষ্টং নারীময়মিদমশেষং জগদপি।
ইদানীমস্মাকং পটুতরবিবেকাঞ্জনযুষং,
সমীভূতা দৃষ্টি স্ত্রিভুবনমপি ব্রহ্ম মনুতে ॥ ৯৯

গতঃ কালো যত্র দ্বিচরণপশূনাং ক্ষিতিভুজাং
পুরঃ স্বস্তীত্যুক্ত্বা বিষয়সুখমাস্বাদিতমভূৎ।
ইদানীমস্মাকং তৃণইব সমস্তং কলয়তা-
ম.পক্ষা ভিক্ষায়া মপি কিমপি চেতস্ত্রপয়তি ॥ ১০০

পূর্ব্বং তাবৎ কুবলয়দৃশাং লোললোলৈরপাঙ্গৈ-
রাকর্ষদ্ভিঃ কিমপি হৃদয়ং পূজিতা যৌবনশ্রীঃ।
সম্প্রত্যন্তর্নিহিতসদসদ্ভাবলব্ধপ্রবোধ-
প্রত্যাহারৈর্বিশদহৃদয়ে বর্ত্ততে কোপি ভাবঃ ॥ ১০১ ॥

দিশোবাসঃ পাত্রং করকুহরমেণাঃ প্রণয়িনঃ
সমাধানং নিদ্রা শয়নমবনী মূলমশনম্।
কদৈতৎ সংপূর্ণং মম হৃদয়বৃত্তে রভিমতং
ভবিষ্যত্যব্যগ্রং পরমপরিতোষোপচিতয়ে ॥ ১০২ ॥

কদা ভিক্ষাভক্তৈঃ করকলিতগঙ্গাম্বুতরলৈঃ,
শরীরং মে স্থাস্যত্যুপরতসমস্তেন্দ্রিয়সুখম্।
কদা ব্রহ্মাভ্যাসস্থিরতনুতয়ারণ্যবিহগাঃ
পতিষ্যন্তি স্থাণুভ্রমহতধিয়ঃ স্কন্ধশিরসি ॥ ১০৩ ॥

কামান্ধকারের মোহজনিত অজ্ঞান প্রভাবে পূর্ব্বে নিখিল জগৎ কেবল নারীময় নিরীক্ষণ করিতাম। এক্ষণে বিবেকরূপ অঞ্জনের সংযোগ বশতঃ আমার দৃষ্টি সর্ব্বভূতে সমীভূত হইয়াছে এবং ত্রিভুবন কেবল ব্রহ্মময় নিরীক্ষণ করিতেছে ॥ ৯৯ ॥

দ্বিপদ পশুস্বরূপ গর্ব্বান্ধ নৃপতিগণের অগ্রে "স্বস্তি" এই আশীর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া যখন বিষয় সুখের স্বাদগ্রহে ব্যাপৃত ছিলাম, সেকাল গত হইয়াছে। এক্ষণে সমস্ত বস্তুই তৃণের ন্যায় তুচ্ছ বোধ হইতেছে ভিক্ষার অপেক্ষা করিতে হয় বলিয়াও অন্তঃকরণ কতই কুণ্ঠিত হইতেছে ॥ ১০০ ॥

পূর্ব্বে যে হৃদয় কুবলয়নয়না ললনাগণের সুচঞ্চল অপাঙ্গভঙ্গিতেই অধিকৃত ছিল, কেবল যৌবনশ্রীই যথায় পূজিত হইত, এক্ষণে সেই হৃদয়েই কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়াছে! অন্তর্নিহিত সৎ ও অসৎ ভাবের সজ্ঘর্ষে প্রবোধের উদয় হইয়াছে, ইন্দ্রিয় সকলের স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহার হওয়ায় হৃদয় অপূর্ব্ব নির্ম্মলতা লাভ করিয়াছে ॥ ১০১ ॥

হায়, কবে আমার এই সকল হৃদয় বৃত্তির অভিমত ব্যাপার সম্পূর্ণ হইবে। দশদিক্ বস্ত্র, করতল পাত্র, সমাধান নিদ্রা, ভূতলই শয্যা, ও ফলমূলাদিই অশন হইবে। আর আমি ঐ সকল উপকরণদ্বারাই পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইব ॥ ১০২ ॥

কবে আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়সুখ নিবৃত্ত হওয়ায় এই শরীর অঞ্জলি-গৃহীত গঙ্গাজলে তরলিত ভিক্ষান্ন দ্বারাই সুখে অবস্থিতি করিবে। সমাধিমগ্ন হইয়া শরীর সম্পূর্ণরূপে নিশ্চল হইলে বন-বিহঙ্গকুল পল্লবাদিশূন্য বৃক্ষভ্রমে স্কন্ধ ও মস্তকের উপরি বারম্বার নিপতিত হইবে। ১০৩

রথ্যান্তশ্চরত স্তথা ধৃতজরৎকন্থাঞ্চলস্যাধ্বগৈঃ
সত্রাসঞ্চ সকৌতুকঞ্চ সকৃপং দৃষ্টস্য তৈর্নাগরৈঃ।
নির্ব্যাজীকৃতচিৎসুধারসমুদা নিদ্রায়মাণস্য মে
নিঃশঙ্কঃ করটঃ কদা করপুটীভিক্ষাং বিলুণ্ঠিষ্যতি ॥ ১০৪ ॥

গঙ্গাতীরে হিমগিরিশিলাবদ্ধপদ্মাসনস্য
ব্রহ্মজ্ঞানাভ্যসনবিধিনা যোগনিদ্রাং গতস্য।
কিন্তৈর্ভাব্যং মম সুদিবসৈ র্যত্র তে নির্ব্বিশঙ্কাঃ
সম্প্রাপ্স্যন্তে জরঠহরিণা গাত্রকণ্ডূবিনোদম্॥ ১০৫ ॥

এণাক্ষীস্পৃহয়ালুতা ন কথমপ্যাস্তে বিবেকোদয়া-
ন্নিত্যং প্রচ্যুতিশঙ্কয়া ক্ষণমপি স্বর্গে ন মোদামহে।
অপ্যন্যেষু বিনাশিভোগবিষয়াভোগেষু তৃষ্ণা ন মে
স্বর্নদ্যাঃ পুলিনে পরং হরিপদধ্যানং মনোবাঞ্ছতি ॥ ১০৬ ॥

মাতর্ম্মায়ে ভগিনি কুমতে হে পিতর্ম্মোহজাল
ব্যাবর্ত্তধ্বং ভবতু ভবতামেষ দীর্ঘো বিয়োগঃ।
সদ্যোলক্ষ্মীরমণ-চরণভ্রষ্টগঙ্গাপ্রবাহ-
ব্যামিশ্রায়াং দৃষদি পরমব্রহ্মদৃষ্টির্ভবামি ॥ ১০৭ ॥

অহঙ্কার ক্বাপি ব্রজ বৃজিন হে মাস্থিহ ভূ-
রভূমি র্দোষাণামহমপসরত্বং পিশুন হে।
অরে ক্রোধ স্থানান্তরমনুসরানন্যমনস
স্ত্রীলোকীনাথো মে সপদি হৃদি দেবো হরিরসৌ ॥ ১০৮

কবে আমি জীর্ণ কন্থার প্রান্ত ভাগ ধারণ করিয়া পথে পথে বিচরণ করিব, পথিকদিগের সহিত নাগরিকগণ সত্রাসে, সকৌতুকে ও সানুকম্পে আমায় নিরীক্ষণ করিবে। অকৈতব জ্ঞানামৃতরসের আস্বাদসুখে আমার ধ্যাননিদ্রা ভঙ্গ হইবেনা, কাককুল নিঃশঙ্কচিত্তে আমার করপুটস্থিত ভিক্ষাতণ্ডুল বিলুণ্ঠন করিবে! ২০৪

হায়, তেমন সুদিন কি আমার কখনও উপস্থিত হইবে, যখন আমি জাহ্নবীতীরে হিমগিরির শিলাতলে বদ্ধপদ্মাসনে উপবেশনপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যাসবিধানে নিযুক্ত থাকিয়া যোগনিদ্রায় নিমগ্ন হইব, আর প্রবীণহরিণকুল আমার তৎকালীন স্পন্দহীন শরীরে স্বদেহ ঘর্ষণ করিয়া গাত্রকণ্ডূয়নসুখ অনুভব করিবে।১০৫

বিবেকের উদয়হেতু এখন স্ত্রীবিলাসবাসনা বিলুপ্ত হইয়াছে। পুণ্যক্ষয়ে পতনশঙ্কায় স্বর্গলাভেও আর তৃপ্তিবোধ নাই। বিনাশশীল ভোগ্যবস্তুমাত্রেই আর তৃষ্ণার উদয় হয় না। এখন জাহ্নবীপুলিনে হরিচরণারাবিন্দ-চিন্তনেই অন্তঃকরণ লোলুপ হইয়াছে। ১০৬।

অয়ি মাতঃ মায়া, ভগিনি কুমতি, পিতঃ মোহজাল! তোমরা নিবৃত্ত হও; অদ্যাবধি আমার সহিত তোমাদিগের চিরবিয়োগ সম্পন্ন হউক, এই মুহূর্ত্তেই আমি বিষ্ণুপাদোদ্ভবা ভাগীরথীর প্রবাহপরিপ্লুত শিলাতলে উপবেশন পূর্ব্বক ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে সমাহিত হই। ১৯৭।

অহঙ্কার, তুমি কোথাও প্রস্থান কর; দুষ্কৃতি, তুমি আর হেথায় অবস্থিতি করিও না; খলতা, তুমি অবসর গ্রহণ কর; দোষরাশি এ শরীরে তোমাদিগের আর অবকাশ নাই; ক্রোধ, তুমি স্থানান্তরে গমন কর; ত্রিলোকনাথ ভগবান্ নারায়ণ এই মুহূর্ত্তে আমার এই বিবিক্তহৃদয়ে অধিষ্ঠান করিতেছেন। ১০৮।

মাতর্মেদিনি মিত্র মারুত সখে জ্যোতিঃ সুবন্ধো জল
ভ্রাতর্ব্যোম নিবদ্ধ এষ ভবতামস্তু প্রণামাঞ্জলিঃ।
যুষ্মৎসঙ্গবশোপজাতসুকৃতোদ্রেকস্ফুরন্নির্ম্মল-
জ্ঞানাপাস্তসমস্তমোহমহিমা লীয়ে পরে ব্রহ্মণি ॥ ১০৯ ॥
আশা নাম নদী মনোরথজলা তৃষ্ণাতরঙ্গাকুলা
মোহাবর্ত্তসুদুস্তরা প্রকটিতপ্রোত্তুঙ্গচিন্তাতটী।
রাগগ্রাহবতী বিতর্কবিহগা ধৈর্য্যদ্রুমধ্বংসিনী,
তস্যাঃ পারগতা বিশুদ্ধমনসো নন্দন্তি যোগীশ্বরাঃ ॥ ১১০ ॥
যদি শান্তৌ মনোদেয়ং যদি মুক্তিপদে রতিঃ।
তদা শিহ্লনমিশ্রস্য পদ্যমারাধ্যতাং ধিয়া ॥ ১১১ ॥

ইতি শান্তিশতকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির্নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

মাতঃ বসুন্ধরে, মিত্র সমীরণ, সখে জ্যোতিঃ, বন্ধুবর সলিল, ভ্রাতঃ অন্তরীক্ষ, তোমাদিগকে নমস্কারপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিতেছি যে, তোমাদিগের সম্মিলনবশে সুকৃতির সঞ্চয় হওয়ায় আমার নির্ম্মল জ্ঞান স্ফুরিত হইয়াছে, এবং তাহার বলেই আমার মোহরাশির প্রবল প্রভাব দূরীকৃত হইয়াছে। এক্ষণে আমি পরম ব্রহ্মে বিলীন হই ॥ ১০৯ ॥

আশা নামে এই যে প্রবলা নদী, ইহা মনোরথ জলে পরিপূর্ণা, তৃষ্ণাতরঙ্গে সমাকুলা, মোহের আবর্ত্তে সুদুস্তরা এবং অত্যুন্নত চিন্তাতটে নিতান্ত ভীষণা। তথায় বিষয়ানুরাগরূপ জলজন্তুগণ সর্ব্বদা বিহার করিতেছে, বিতর্করূপ বিহগকুল ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, এবং উহার উত্তুঙ্গতীরে ধৈর্য্যরূপ বৃক্ষ সকল স্রোতোবেগে সতত উৎপাটিত হইয়া পড়িতেছে। শুদ্ধচিত্ত যোগিগণ ঐ নদী উত্তীর্ণ হইয়া পরপারে গমনপূর্ব্বক পরমানন্দ সম্ভোগ করিতেছেন ॥ ১১০ ॥

যদি শান্তিপথে চিত্ত প্রবর্ত্তিত করিতে চাও, মুক্তিপথে অনুরক্তি থাকে, তবে শিহ্লণ মিশ্রের এই পদ্যগুলি বুদ্ধিপূর্ব্বক আলোচনা কর ॥ ১১১ ॥

সমাপ্ত।